রাঁচি, মঙ্গলবার
07:10:2025
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 বাগেরহাটে একটি হত্যাকাণ্ড .
ঝাড়খন্ড 5 শান্তিটা আলোচনা ব্যর্থ হলে .
সম্পাদকীয় 4 গাজা নিয়ে ট্রাম্পের বিশ....
গাজা শান্তি আলোচনা শুরু হচ্ছে .

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর

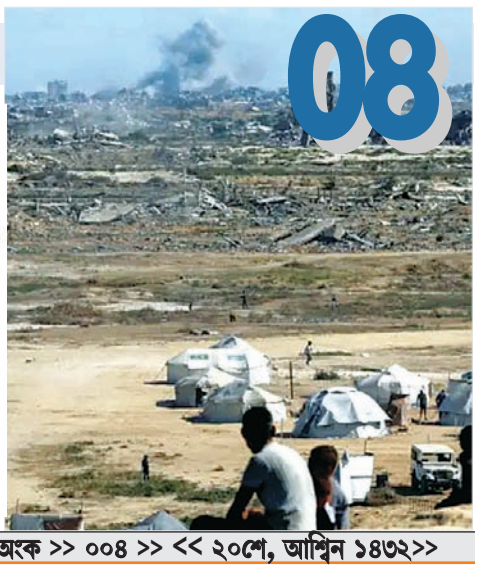

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>004>>20 Ashwin 1432 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০০৪ >> << ২০শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

পাকিস্তানের কাশ্মীরে অশান্তি অব্যাহত, নিহত আট

মুজফফরাবাদ ঃ গত চার দিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পাকিস্তানের কাশ্মীরের মানুষ। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এখনো পর্যন্ত সেখানে অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। গত সোমবার থেকে পাকিস্তানের কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পান, দামি গাড়ি পান। তাদের এই সুবিধাগুলি বন্ধ করতে হবে। অভিযোগ, নিরাপত্তাকর্মীরা বিক্ষোভ থামাতে গুলি চালিয়েছে। সংবাদসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, রাস্তায় বুলেটের খোল, ইট ছড়িয়ে আছে। প্রশাসন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

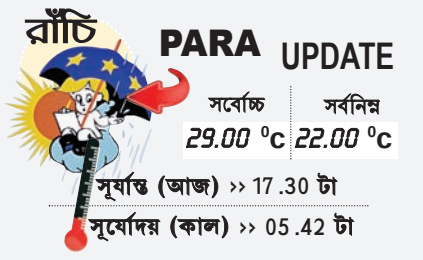

বাজার দর

SENSEX : 81790.12 +582.95
NIFTY : 25077.65 +183.40

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.30 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.42 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 103,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 98,900 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 1,37,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর — সংক্ষিপ্ত খবর

জার্মানির উড়ন্ত ট্যাক্সি নির্মাতাদের হালচাল

বার্লিন ঃ উড়ন্ত ট্যাক্সির কথা অনেকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জার্মানির ভোলোকপ্টার ও লিলিয়াম কোম্পানি অনেক আশা দেখিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানি দুটি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। শহরে ব্যবহারের জন্য জার্মানির ভোলোকপ্টার কোম্পানি উড়ন্ত ট্যাক্সি তৈরির পরিকল্পনা করেছিল। আর লিলিয়াম কোম্পানির পরিকল্পনা ছিল অল্প দূরত্বে যাওয়ার জন্য মিনি-জেট তৈরি। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই তারা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। তাদের পরিকল্পনা ছিল আকাশছোঁয়া, কিন্তু সেই তুলনায় খুব কম পথই তারা পাড়ি দিতে পেরেছে। বলা যায়, টেক-অফের আগেই ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং করেছে তারা। লিলিয়ামের হ্যাঙ্গারে, যেখানে আগে সাংবাদিকদের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে আমরা লিলিয়াম জেটের একটি অর্ধেক কাজ হওয়া প্রোটোটাইপ দেখতে পেয়েছি। লিলিয়ামের জন্য বিনিয়োগকারী খোঁজার চেষ্টা করা হলেও এখনও সফল হওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক পরেও লিলিয়াম কখনও আকাশে জেট ওড়াতে সক্ষম হয়নি। তার মানে, সব শেষ? বাউহাউস লুফটফার্টের ইওখেন কাইজার বলেন, ''বিমান পরিবহনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক। প্রতিটি পণ্য এবং এর সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তি সম্ভবত অন্যত্র বিক্রি এবং ব্যবহার করা হবে। এটিও এক ধরণের মূল্য।'' বিনিয়োগকারী পাওয়া গেলে হয়ত লিলিয়ামের পরিকল্পনা টিকে যেতে পারে। তবে ভোলোকপ্টার এখনও চালু আছে। জানুয়ারিতে প্রায় ৫০০ কর্মী ছাঁটাই করা হলেও দেড়শো জন এখনও আছেন – কপ্টারটি চালুর চেষ্টা করছেন তারা। ভোলোকপ্টারের টেস্ট-ফ্লাইট প্রোগ্রাম ট্রেভর ক্যাম্পবেল বলেন, ''আমরা কিছুদিন খারাপ সময় পার করেছি। আপনি জানেন যে, পুরনো থেকে নতুন কোম্পানিতে রূপান্তরের সময় আমরা অনেক সহকর্মী হারিয়েছি। তবে নতুন কিছুর সূচনাও হয়েছে। তাই আমরা কিছু একটা করতে পারি, এমন আশাবাদও তৈরি হয়েছে।'' লিলিয়াম না পেলেও ভোলোকপ্টার বিনিযগেকারী খুঁজে পেয়েছে। এবং সেই বিনিয়োগকারী একটি বিমান প্রস্তুতকারক। 'ডায়মন্ড এয়ারক্রাফট' নামের বিনিয়োগকারী কোম্পানিটি চীনের ওয়ানফেং গ্রুপের অংশ। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানেন, উৎপাদন দক্ষতা কীভাবে বাড়ানো যায়। ভোলোকপ্টারের আর্টেম ইসোখ বলেন, ''অবশ্যই সব প্রকল্প পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তবে এখন আমরা সেই প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি যেটি অনুমোদন পাওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় আছে। তবে অন্যগুলোর কথাও ভুলে যাচ্ছি না।'' এর মানে হলো, ড্রোন প্রোগ্রাম, রিজিওনাল জেট এবং পরিষেবা প্রদানকারী হওয়ার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। এখন একমাত্র অগ্রাধিকার হলো 'ভোলোসিটি'র অনুমোদন পাওয়া। এর জন্য নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। ইসোখ জানান, ''আমাদের লক্ষ্য ২০২৬ সালের শেষ কিংবা ২০২৭ সালের শুরুতে ইএএসএ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া।''

পশ্চিমবঙ্গের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩০

কলকাতা ঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ধসে বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে আবহাওয়ার খানিকটা উন্নতি হলেও পাহাড়ের নানা জায়গায় ধ্বংসের ছবি। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সসহ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে ডুবে রয়েছে। প্রায় ৪৪ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে রয়েছেন। পাহাড় ও ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে কয়েক হাজার পর্যটক আটকে রয়েছেন।

নিহত ৩০ জনের মধ্যে মিরিকে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ নেপালি নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছে। জলপাইগুড়ির নাগরা কাটায় টন্ডু চাবাগান এলাকা থেকে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, জাতীয় ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলায় বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। বৃষ্টি থামায় পর্যটকেরা নামতে শুরু করেছেন। তবে ধসের কারণে অনেক রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে।

তোর্সা, জলঢাকা নদীর পানিতে ভেসে গেছে জলদাপাড়া ও গরুমারা বনাঞ্চল। বিপন্ন হয়েছে বহু বন্য প্রাণী। পানির প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে গন্ডার, বাইসন, হরিণ, চিতা বাঘ। ময়নাগুড়ির কাছে একটি গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বহু বন্য প্রাণী লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে আজ দুপুরে শিলিগুড়ি পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। পরে তাঁর এক্স পোস্টে উত্তরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা নিয়ে মমতা লেখেন, 'তাঁদের কষ্ট আমরা গভীরভাবে অনুভব করছি।' সবাইকে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'এই কঠিন সময়েও আমাদের মনে রাখতে হবে, একতা ও ধৈর্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'

এদিকে আজ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে উত্তরবঙ্গ সফরের যাচ্ছেন বলে কলকাতায় রাজভবন সূত্রে জানানো হয়েছে। দার্জিলিংয়ের দুর্যোগে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা

করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে পরিবারের একজন করে সদস্যকে দেওয়া হবে হোমগার্ডের চাকরি। আজ সোমবার উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মমতা এ কথা জানিয়েছেন।

ব্যাংককে হঠাৎ করে সড়ক ধসে তৈরি হলো বিরাট গর্ত

ব্যাংকক ঃ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে একটি হাসপাতালের সামনের সড়কের একটি অংশ দেবে গেছে। এতে সেখানে প্রায় ৫০ মিটার গভীর একটি বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। এ ঘটনায় অবশ্য কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ব্যাংককের ভাজিরা হাসপাতালের সামনের সামসেন রোডে আজ বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ১৩ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। গর্তটি আনুমানিক ৩০ মিটার চওড়া ও ৩০ মিটার লম্বা। এই সড়কটি ঠিক ভাজিরা হাসপাতাল ট্রেনস্টেশনের ওপরে তৈরি হয়েছে। ব্যাংকের দুসিত এলাকার সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে ভাজিরা ও সাংঘি মোড়ের মধ্যে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের বলেন, সুড়ঙ্গ এবং রাস্তাটি মেরামত করতে কমপক্ষে এক বছর লাগবে। সন্ধ্যায় নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা করা হবে। ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে একটি বড় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। পাঁচতলা সামসেন পুলিশ স্টেশনের নিরাপত্তা নিয়েও বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই ধসের কারণে মেট্রোস্টেশনের কয়েকটি পিলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, এলাকার মাটি এখনো সরছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এই হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে এবং কাছাকাছি ভবনগুলো থেকে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ রোগীকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, হাসপাতালের ভবনগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। আশপাশের ভবনে বসবাসরত বাসিন্দাদেরও এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধসের পর বিদ্যুতের দুটি খুঁটি এবং পুলিশের একটি গাড়ি গর্তে পড়ে গেছে। মেট্রোপলিটন ইলেকট্রিসিটি অথরিটির (এমইএ) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে কাজ করছেন। এমআরটি পার্পল লাইনের নির্মাণকাজের স্বার্থে এলাকাটি আগে থেকেই বন্ধ ছিল। ধসের কারণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো কিছু জানায়। ব্যাংককের গভর্নর চাডচার্ট সিটিপান্ট এবং তার দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। পরে চাডচার্ট বলেন, ভাজিরা হাসপাতাল রেলওয়ে স্টেশনের ওপরে গর্তটি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে সুড়ঙ্গ এবং স্টেশনের সংযোগস্থলে।

সুড়ঙ্গে মাটি ঢুকে যাওয়ায় আশেপাশের কাঠামো ধসে পড়েছে। পানি সরবরাহের বড় একটি পাইপ ফেটে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ঝুঁকি এড়াতে কর্তৃপক্ষ পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অন্যান্য জরুরি ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সুড়ঙ্গের ফাটল বন্ধ করা, আশেপাশের ভবনের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করা, মাটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। গভর্নর বলেন, আরেকটি বড় উদ্বেগ হলো বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হলে গর্তের মধ্যে আরও মাটি ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি দল গঠন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় হাসপাতালটি দুই দিনের জন্য বহির্বিভাগের পরিষেবা স্থগিত করেছে। তবে ভর্তি রোগীদের পরিষেবা চালু রয়েছে। এই সময়ে বহির্বিভাগের রোগীরা ব্যাংকক মেট্রোপলিটন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীন পরিচালিত অন্যান্য হাসপাতালে যেতে পারবেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে প্রতিদিন দুপুর ১২টা এবং সন্ধ্যা ৬টায় বৈঠক করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অনুদান — বড় বিপণি, শপিং মল, ই-কমার্সের রমরমার ফলে কিন্তু ক্ষতি হয়েছে ছোট ব্যবসায়ীদের

অনুদানের জন্য ব্যবসা বাড়লো পুজোয়?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ দুর্গাপুজোয় বাড়লো ব্যবসার পরিমাণ। চলতি বছরে আট থেকে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হয়েছে পুজোকে ঘিরে। যদিও বিক্রিবাটা কমেছে ছোট ব্যবসায়ীদের।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। এই উৎসবকে ঘিরে বিপুল টাকার আর্থিক লেনদেন হয়। রাজ্য সরকারের দাবি, গতবারের থেকেও বেশি টাকার ব্যবসা হয়েছে এ বছরে।

অর্থমন্ত্রীর দাবি

গত বছরে পুজো কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা মন্দা দেখা গিয়েছিল। এবছর সেই হার ফের ঊর্ধ্বমুখী। সূত্রের খবর অনুযায়ী, গতবারের তুলনায় এই বৃদ্ধি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি। ব্যবসার মোট অঙ্ক পৌঁছতে পারে ৫০ হাজার কোটিতে।

পুজোয় ১৫ শতাংশ হারে কি ব্যবসা বেড়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, এ বছরে দুর্গা পুজোকে ঘিরে অর্থনীতির অনেকটা বৃদ্ধি ঘটেছে। এখনই কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা মুশকিল। সব দপ্তর থেকে তথ্য পেলে বৃদ্ধির হার বলা সম্ভব হবে।

ব্যবসা বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ। কর্পোরেট সংস্থার স্পনসরশিপ বেড়েছে। বড় বিপণি ও মলে বেড়েছে ভিড়। একই সঙ্গে বেড়েছে কেনাকাটা। শুধু বিভিন্ন সামগ্রী কেনাকাটা নয়, একইসঙ্গে পরিবহণ থেকে হস্তশিল্প, ডেকোরেটর থেকে আলোকশিল্প, রেস্তোরাঁ থেকে ফাস্টফুড, ব্যবসা সব ধরনের ব্যবসাতেই ভালো লাভ হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বাণিজ্যিক গতিবিধির একটি সূচক বিদ্যুতের চাহিদা। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, এবছর বিদ্যুতের চাহিদা ১২ হাজার মেগাওয়াটকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। গত বছরে এই সংখ্যা ছিল ১০ হাজার মেগাওয়াটের নীচে।

রাজ্য সরকারের অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি বছরেও বিভিন্ন পুজো কমিটিকে অনুদান দিয়েছে। অনুদান পেয়েছে রাজ্যের প্রায় ৪৫ হাজার পুজো কমিটি। কলকাতা ও জেলায় কমিটি প্রতি এক লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বিদ্যুতের বিলে ছাড় দেয়া হয়েছে ৮০ শতাংশ।

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই টাকা বিভিন্ন পুজো কমিটির মাধ্যমে শিল্পী, শ্রমিক, কর্মীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে, যাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার ফলে বাজারের হাল শুধরেছে।

২০২৪ সালে পুজো কেন্দ্রিক ব্যবসা ছিল ৪২ হাজার কোটি টাকা। যা তার আগের বছরের তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ কম। মূলত মুদ্রাস্ফীতি, কর্পোরেট সংস্থার আগ্রহের অভাব এবং ক্রেতারা কেনাকাটায় বিমুখ হওয়ার ফলে এই অধঃপতন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

পুজোর মাস দুয়েক আগে আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছিল। পুজো কেটে গেলেও প্রতিবাদের রেশ কাটেনি। তার প্রভাব পুজোর ব্যবসায় পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত

এ বছরে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও কেনাবেচা হয়েছে পুরোদমে। কলকাতার বড় মলগুলিতে বিপুল ভিড় দেখা গিয়েছে। সূত্রের খবর, জামাকাপড়, জুতো থেকে অলঙ্কারের বিক্রি বেড়েছে অনেকটাই। এই বৃদ্ধির হার দুই অঙ্কের কম নয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ২২ সেপ্টেম্বর মহালয়া থেকে জিএসটি-র নতুন হার কার্যকর হবে। এর ফলে অনেকেই মুলতবি রেখেছিলেন কেনাকাটা। নয়া হারের জিএসটি কার্যকর হতেই ব্যবসা বেড়েছে কয়েক গুণ। গাড়ি কেনার খরচ কমে যাওয়ায় অটোমোবাইল ব্যবসা লাভবান হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ই-কমার্স সংস্থার মাধ্যমে কেনাকাটা বেড়েছে চার-পাঁচ গুণ।

বড় বিপণি, শপিং মল, ই-কমার্সের রমরমার ফলে কিন্তু ক্ষতি হয়েছে ছোট ব্যবসায়ীদের। কলকাতার একটা বড় অংশে, পথের ধারে ছোট ছোট দোকানে বিক্রেতারা নানা ধরনের সামগ্রী নিয়ে দোকান বসান। পোশাক, জুতো, সাজগোজের সামগ্রী-সহ নানা পণ্য তারা বিক্রি করেন। এদের ব্যবসা তেমন জমেনি এবার। এছাড়া পুজোর ঠিক মুখে কলকাতায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে প্রায় দুদিন এসব ছোটখাটো বিক্রেতারা দোকান খুলতেই পারেননি।

জাতীয় হকার ফেডারেশনের সভাপতি শক্তিমান ঘোষ বলেছেন, অনলাইন ব্যবসার জন্য হকারদের কেনাবেচা ৪০ শতাংশ কমেছে। ছোট দোকানদারদের অবস্থা বেশ খারাপ। তার উপরে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ক্ষতির বহর বেড়েছে।

বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

পুজো কেন্দ্রিক ব্যবসার বৃদ্ধি স্বাভাবিক বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। অভিরূপ সরকার ডিডাব্লিউকে বলেন, প্রত্যেক বছরই একটা স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। এর সঙ্গে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। টাকার দাম ও কমে তাই বৃদ্ধির যে অংক দেখা যাচ্ছে সেটা প্রকৃত বৃদ্ধি নাও হতে পারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে একই জিনিস কিনতে গেলে বেশি টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার মতে, আমাদের কেনাকাটার কিছুটা মৌসম কেন্দ্রিক। সারাবছর মানুষ জামা কাপড় কেনেন না। পুজোর সময় কেনেন। তাই এই সময় বিক্রি বেশি হয়। একই সঙ্গে বুঝতে হবে, মানুষের আয় বাড়ছে। তাই কেনাকাটা বাড়ছে। এ বছরের বাড়তি সুবিধা জিএসটিতে ছাড় দেয়া হয়েছে। তাই সব মিলিয়ে ১০ হাজার কোটির মতো যদি বেড়ে থাকে সেটা ভালো।

জিএসটির পরিবর্তিত হার ব্যবসা বৃদ্ধির নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর বলে মত অর্থনীতিবিদ, বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে, এটার দিকে লক্ষ্য রেখে জিএসটি হারে পরিবর্তন করা হয়েছে। পণ্যের দাম কমায় মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। তার ফল মিলছে। শুধু ভিড় দেখে সবটা বোঝা যাবে না, এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান খুব জরুরি। তাহলে ঠিকঠাক বৃদ্ধিকে পরিমাপ করা যাবে। তবে বারবার কেন্দ্রীয় সরকার কর কমাতে পারবে না। রাজ্য সরকারকে ব্যবসার উন্নতির স্বার্থে পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যবসায় যে গতি এসেছে, সেটাকে রক্ষা করতে রাজ্য কী করবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

পুজো অনুদানের মাধ্যমে বাজারের কেনাকাটা বাড়ালে সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়, এমনটাই মত অর্থনীতিবিদ রতন খাসনবিশের। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, মূর্তি পুজোর বদলে পরিকাঠামো নির্মাণ করলেও প্রান্তিক মানুষের হাতে টাকা যাবে। তার মাধ্যমে একটা সুস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নও সম্ভব হবে। একটা রাস্তা তৈরি হলে সেখানে যারা কাজ করেন, তাদের হাতে টাকা আসে, তারাও সেই টাকা খরচ করেন। তাই শুধু পুজো উপলক্ষে সরকারের অনুদানের অর্থ বাজারে রোল করবে, এটা এক ধরনের কুযুক্তি।

পুজো আযয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের অনুদান দেয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন সিপিএম সাংসদ, আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, মানুষ সারা বছর কেনাকাটা করেননি। পুজোর জন্য অপেক্ষা করেছেন। সেই কারণে বিক্রি কিছুটা বেড়ে থাকতে পারে। একইসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ পাঁচ টাকার সামগ্রী সাত টাকায় কিনতে হয়েছে। ফলে টাকার অংকটা বেশি দেখাচ্ছে। পুজো অনুদানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ঢাকি থেকে মন্ডপ বা আলোকশিল্পীকে প্রাপ্য সাম্মানিক প্রতিটি পুজো কমিটিকেই দিতে হয়। অনুদান পাওয়ার আগেই দিতে হয়। তাছাড়া সরকারি অনুদানের টাকা পুজো কমিটি জনস্বার্থে খরচ করবে, এমনটাই নিয়ম। এর সঙ্গে ঢাকিদের টাকা দেওয়ার সম্পর্ক নেই।

পাথরের আঘাতে গুরুতর জখম বিজেপি সাংসদ খগেন, আক্রান্ত শঙ্কর, নাগরাকাটায় হামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল

নাগরাকাটা ঃ নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গেই যান খগেন, শঙ্কররাও। হঠাৎ খগেন, শমীকদের ধাওয়া করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নাগরাকাটার বামনডাঙায় বিজেপি জনপ্রতিনিধিরা পৌঁছতেই তাঁদের তাড়া করা হয়। শঙ্করকে ধাক্কা দেওয়া হয়, জুতো দিয়ে মারা হয়। এরপর বিজেপি সাংসদ, বিধায়কদের গাড়িতে ভাঙচুর চলে। এরই মধ্যে পাথরের আঘাতে কপালে ও চোখের কাছে গুরুতর চোট পান খগেন। কোনওরকমে ভাঙা গাড়িতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। উত্তেজিত জনতা তাড়া করে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও। এটি তৃণমূলের পরিকল্পিত হামলা বলে দাবি করেছে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বুঝতে পেরেছেন যে উত্তরবঙ্গে যখন বন্যা ও ভূমিধসে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন, তখন সেলিব্রিটিদের সঙ্গে কার্নিভালে তাঁর নাচের অমানবিক কাজটিকে রাজ্যের মানুষ ভালোভাবে নেননি। এই সময়ে বাংলার বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদরা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণকার্যে অংশ নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের গুন্ডাদের লেলিয়ে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, যাতে তাঁরা ত্রাণ কাজ থেকে বিরত থাকেন। আজ নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মু গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকায় যান। এই হামলায় তাঁর আঘাত লেগেছে। এ ছাড়াও পুলিশি উপস্থিতিতেই বিধায়ক ড. শঙ্কর ঘোষের গাড়িতে হামলা চালানো হয়। তবে এভাবে বিজেপিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় দেখাতে পারবেন না। ডিভিসির জল ছাড়া প্রসঙ্গে মমতার অভিযোগ ভিত্তিহীন, তথ্য সামনে এনে বড় দাবি জল শক্তি মন্ত্রীর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, গতকাল উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয় এবং অসংখ্য মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেও রেড রোডের কার্নিভালের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনন্দ করতে দেখা গিয়েছে।

এই ঘটনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের কর্মী ও নেতারা যে নিরলসভাবে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা দেখে তিনি কতটা ভীত হয়ে পড়েছেন। আজ নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলের চিফ হুইপ ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ যখন বন্যা-আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করছিলেন এবং ত্রাণ বিতরণ করছিলেন, তখন মমতা পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁদের ওপর নির্মমভাবে হামলা চালানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মানুষ আপনার এই কাপুরুষতা ও নির্লজ্জতা কোনওদিন ভুলবে না। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আপনার প্রতিটি অনৈতিক এবং অমানবিক নৃশংসতার জন্য বাংলার মানুষ আপনাকে শাস্তি দেবে। লজ্জা! বিজেপি নেতা অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, মালদহ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলের নাগরাকাটা যাচ্ছিলেন। ভয়াবহ বৃষ্টি, বন্যা এবং ভূমিধসের পর সেখানে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেখানে তৃণমূল কর্মীদের হাতে তিনি আক্রান্ত হন। খগেন মুর্মু একজন শ্রদ্ধেয় আদিবাসী নেতা এবং দু'বারের নির্বাচিত সাংসদ। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কার্নিভাল উদযাপন করছেন, তখন তৃণমূল এবং রাজ্য প্রশাসন ত্রাণ কার্য থেকে দূরে থাকছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চ্ছ্বণত্ম গ্বজ্বত্র কড়্ুণ গ্লষ্টঞ্চ নিম্নচাপের দাপটে ভিজবে ১৪ জেলা, আসছে প্রবল ঝড় বৃষ্টি বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা যখন ত্রাণ কাজে নিযোজিত, তখন তাঁদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, যাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেছে, যেখানে নিষ্ঠুরতা প্রাধান্য পাচ্ছে এবং সহানুভূতিকে দমন করা হচ্ছে।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, দুর্যোগের ঘনঘটা! উত্তরবঙ্গে চরম বিপর্যয়, লক্ষ্মীপুজোতেও বৃষ্টির ভ্রূকুটি

কলকাতা ঃ দুর্গাপুজো মিটলেও রাজ্য জুড়ে নিম্নচাপের চোখরাঙানি এখনও কাটেনি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রবিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের দুই অংশেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। তবে দুর্যোগের তীব্রতা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা, তিস্তা বিপদসীমার উপরে বৃষ্টি-ধসে বিপর্যস্ত দার্জিলিং, শিশু সহ মৃত্যু কয়েকজনের, উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলি প্রকৃতির রোষের শিকার। লাগাতার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গ কার্যত বিপর্যস্ত। আজ এবং আগামীকালের জন্য দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। এছাড়া কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও মালদাতেও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টির ফলে বহু জায়গায় ধস নেমেছে । সিকিম, দার্জিলিং এবং মিরিকের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। ১০ নম্বর ও ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ধসের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া বহু পর্যটক আটকে পড়েছেন। এদিন সকালেই ভেঙে পড়েছে দুধিয়া সেতুটি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে তিস্তা নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত রাস্তা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চললেও বৃষ্টির কারণে সেই কাজে বারবার বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। নিম্নচাপের দাপটে ভিজবে ১৪ জেলা, আসছে প্রবল ঝড় বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের মতো অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও আগামী মঙ্গলবার (অক্টোবর ৭) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আজ রবিবার দিনভর কলকাতায় আকাশ মেঘলা থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, বৃষ্টির কারণে তা পণ্ড হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, নদিয়া এবং বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। বৃষ্টির এই ধারা অব্যাহত থাকায় লক্ষ্মীপুজোতেও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট দেখা যেতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে।

পাহাড়ে দুর্যোগ! দার্জিলিং-মিরিকে আটকে বহু পর্যটক, সমতলে নামতে ভরসা কোন বিকল্প পথ?

দার্জিলিং ঃ ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভয়াবহ ভূমিধসের কারণে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল বর্তমানে চরম দুর্যোগের শিকার। দার্জিলিং, মিরিক ও কালিম্পংয়ের মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে আটকে পড়েছেন দেশি-বিদেশি অসংখ্য পর্যটক। এই মুহূর্তে ঠিক কতজন পর্যটক পাহাড়ে আছেন, সে সংখ্যা সরকারিভাবে স্পষ্ট না হলেও, জেলা প্রশাসন জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আটকে পড়া অতিথিদের নিরাপদে বিকল্প পথে সমতলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। দুর্যোগের কারণে পাহাড়ি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে।

বালাসন নদীর ওপরের দুধিয়ার লোহার সেতুটি আংশিকভাবে ধসে যাওয়ায় শিলিগুড়ির সঙ্গে মিরিকের প্রধান সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী রোহিনী রোড বন্ধ রয়েছে এবং হিলকার্ট রোডও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিস্তা নদীর জলবৃদ্ধি ও ধসের কারণে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ। এর ফলে সিকিম ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির সরাসরি যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। সৌরেনির কাছে দারাগাঁওয়ে গভীর রাতে ভূমিধস হয়েছে বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়া, আপার দুধিয়া এবং ডাম্ফেডার এলাকায় একাধিক বাড়ি ও হোমস্টে ধসে জলের নিচে চলে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলি বন্ধ থাকায় জেলা প্রশাসন পর্যটকদের উদ্ধারে কিছু বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করছে।

মিরিক থেকে শিলিগুড়ি যেতে পর্যটকদের নল-পটং-লোহাগড় পথ ব্যবহার করানো হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে সমতলে নামার জন্য পাঙ্খাবাড়ি রোড এবং দার্জিলিং থেকে মংপু হয়ে শিলিগুড়ি আসার রাস্তাও বর্তমানে সচল রয়েছে।

কালিম্পংগামী যাত্রীরা লাভা-গরুবাথানের রাস্তা অথবা পানবু রোড ব্যবহার করতে পারছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিকল্প রাস্তাগুলিতে যানবাহনের চাপ স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

ইতিমধ্যেই দার্জিলিং ও কালিম্পং অঞ্চল থেকে শতাধিক পর্যটককে নিরাপদে সমতলে নামানো সম্ভব হয়েছে। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পথগুলি দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে, তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহার বিধানসভা ভোটে স্বচ্ছতা আনতে নতুন ১৭টি সংস্কার কমিশনের, পরে দেশব্যাপী লাগু হবে

পাটনা ঃ বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে আরও স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন নতুন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বুথ-স্তরের আধিকারিকদের জন্য পরিচয়পত্র, ভোটকেন্দ্রের বাইরে মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ ওয়েবকাস্টিংয়ের মতো পদক্ষেপ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাধু এবং বিবেক জোশীর উপস্থিতিতে দিল্লিতে আয়োজিত এক বৈঠকে এদিন রবিবার এই ১৭টি নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, এই পদক্ষেপগুলি শুধু বিহারের নির্বাচন প্রক্রিয়াই উন্নত করবে না, ভবিষ্যতে সারা দেশে এগুলি মডেল হিসেবেও কাজ করবে।

জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ১৭টি নতুন উদ্যোগ বিহারে সফলভাবে প্রযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু নির্বাচন পরিচালনা এবং কিছু ভোট গণনার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

বিহার সফর শেষে পাটনায় এক সংবাদ সম্মেলনে কুমার জানান, নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ী, ভোটার নিবন্ধনের ১৫ দিনের মধ্যে ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র (EPIC) প্রদান নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও, ভোট প্রক্রিয়া সহজ করতে ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন জমা রাখার সুবিধা থাকবে।

নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে বিহার এখন দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১২০০-র কম ভোটার থাকবেন। এর আগে প্রতিটি বুথে ১৫০০ ভোটার পর্যন্ত রাখার অনুমতি ছিল।

নির্বাচনী তালিকার এসআইআর-এর অংশ হিসেবে, প্রতিটি বুথে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-তে নামিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে ১২ হাজার ৮১৭টি নতুন ভোটকেন্দ্র যুক্ত হয়েছে এবং মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৭ হাজার ৮৯৫ থেকে বেড়ে ৯০ হাজার ৭১২ হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও জানান যে, নির্বাচনী রাজ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এ প্রার্থীদের বড় ফন্ট ও রঙিন ছবি ব্যবহার করা হবে। আগে যেখানে কালো-সাদা ছবি ব্যবহার করা হতো, যা অনেক সময় প্রার্থী শনাক্তকরণে সমস্যা সৃষ্টি করত।

তিনি বলেন, ইভিএমে ব্যালট পেপার ঢোকানো হলে কালো-সাদা ছবি থাকায় প্রার্থীকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়, যদিও নির্বাচনী প্রতীক দেখা যায়। সিরিয়াল নম্বর বড় করারও প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাই, বিহার নির্বাচন থেকে শুরু করে সারা দেশে সিরিয়াল নম্বরের ফন্ট বড় হবে এবং প্রার্থীর ছবি রঙিন হবে।

জ্ঞানেশ কুমার জানান, বুথ-স্তরের আধিকারিকদের সহজে চেনার জন্য তাদের সরকারি পরিচয়পত্র থাকবে। তিনি বলেন, ভোটারদের কাছে গেলে তাদের ভালোভাবে চিহ্নিত করতে বুথ-স্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচয়পত্র চালু করা হয়েছে।

কুমার আরও বলেন, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রের বাইরে মোবাইল ফোন জমা রাখতে হবে। তিনি জানান, বুথের বাইরে একটি কক্ষে মোবাইল ফোন জমা রাখা যাবে। এই প্রক্রিয়া বিহার জুড়ে কার্যকর করা হবে।

নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের সময় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিহারের সব ভোটকেন্দ্রে সম্পূর্ণ ওয়েবকাস্টিং করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং থাকবে।

জ্ঞানেশ কুমার ব্যাখ্যা করেন, আগে ফর্ম ১৭সি এবং ইভিএম গণনা ইউনিটের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকলে সংশ্লিষ্ট সব ভিভিপ্যাটের সম্পূর্ণ পুনঃগণনা করা হতো।

তিনি বলেন, আগে যখন ভোট গণনা করা হতো, প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের যে ফর্ম ১৭সি দিতেন তাতে এবং ইভিএম গণনা ইউনিটে গরমিল থাকলে সমস্ত ভিভিপ্যাট সম্পূর্ণ গণনা করা হতো। একইভাবে, ইভিএম গণনার শেষ দুই রাউন্ডের আগে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা বাধ্যতামূলক হবে।

কুমার আরও ঘোষণা করেন যে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২২ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ভোটার তালিকার SIR-এর কাজ সময়সীমার মধ্যে শেষ হয়েছে।

তিনি বলেন, বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে ২টি তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং ৩৮টি তফসিলি জাতি (এসসি)-এর জন্য সংরক্ষিত। বিহার বিধানসভার মেয়াদ ২০২৫ সালের ২২ নভেম্বর শেষ হচ্ছে এবং তার আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মতো বুথ-স্তরের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এসআইআর ২০২৫ সালের ২৪ জুন শুরু হয়েছিল এবং সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

যোগেশ্বরী মা'একজন মহান সাধিকা ছিলেন : সুনীল কুমার দে

যোগেশ্বরী মা'র ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী ও বিজয়া সম্মেলন মাতাজি আশ্রমে অনুষ্ঠিত

বিজয়া সাক্ষাৎ পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে ঃ কমল কান্তি ঘোষ

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ প্রতি বছরের মতো, এই বছরও ৫ অক্টোবর মাতাজি আশ্রম প্রাঙ্গণে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশ্বরী মা'র ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী ও বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ঠাকুর, মা, স্বামীজি এবং যোগেশ্বরী মা'র পূজা করা হয়। কৃষ্ণ কান্ত মণ্ডল ভক্তদের স্বাগত জানান এবং বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানান। সুনীল কুমার দে যোগেশ্বরী মা'র জীবনী পাঠ করেন। তিনি বলেন, ভগবান রামকৃষ্ণের শিষ্যা যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতাজি একজন মহান সাধিকা ছিলেন যিনি ১৯৩৮ সালে মাতাজি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আজ তাঁর আশীর্বাদে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহাদেব মহারাজ, সাহিত্যিক ডঃ ওম প্রকাশ চৌবে ঘায়েল, সুধাংশু শেখর মিশ্র, তপন কুমার মণ্ডল এবং রাজকুমার সাহু বিজয়াদশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের মূল্যবান চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন। কমল কান্তি ঘোষ বলেন, মা দুর্গা হলেন শুভ শক্তির প্রতীক এবং মহিষাসুর হলেন অশুভ শক্তির প্রতীক। অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির বিজয় হল দুর্গাপূজার মূল চেতনা। বিজয়ার মিলন পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে।কমল কান্তি ঘোষ, সুনীল কুমার দে, তরিৎ মণ্ডল, পতিত পবন দাস, প্রবীর দাস, দেশাই সোরেন, রেবা গোস্বামী প্রমুখ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সন্ধ্যা আরতির পর বাদল মামা কথামৃত পাঠ করেন। হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিনু মা, নিতাই মহাকুদ, মহিতোষ মণ্ডল, রাজকুমার সাহু, তপন মণ্ডল, নারায়ণ চ্যাটার্জি, বলরাম গোপ, সঞ্জীব সাহ, প্রশান্ত মণ্ডল, লোচনা মণ্ডল, অঞ্জলি মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল, তপন দে, রামকৃষ্ণ সর্দার, রীনা মণ্ডল, রীতা মণ্ডল, রীতা মণ্ডল, সুজাতা মণ্ডল, মণ্ডল, ছবি রানী মন্ডল, বেলা রানী মন্ডল, সুবোধ মন্ডল, সুধীর সরদার, সন্তোষ মন্ডল, মহেশ বিয়ানী, কাজল মন্ডল, বন্দনা মন্ডল আরো অনেকেই।

জাতীয় সড়কে আসছে কিউআর কোড সাইনবোর্ড,যাত্রাপথ হবে আরও নিরাপদ ও সুবিধাজনক

কলকাতা ঃ দেশের জাতীয় সড়ক ব্যবস্থায় এবার প্রযুক্তির ছোঁয়া নিয়ে আসতে চলছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রক ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের যাত্রা আরও নিরাপদ ও তথ্যসমৃদ্ধ করতে এক বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। খুব শীঘ্রই দেশের বিভিন্ন জাতীয় সড়কে বসানো হবে কিউআর কোডযুক্ত সাইনবোর্ড, যা যাত্রীদের হাতে মাত্র এক স্ক্যানেই পৌঁছে দেবে প্রয়োজনীয় তথ্য। আরও দেখুন কলকাতা গণর্ড্ঠজ্বতজ্ব কলকাতায় কলকাতার শুক্রবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রক ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তথা এন এইচ এ আই জানিয়েছে, নতুন এই উদ্যোগ যাত্রীদের জন্য পথচলা অনেক সহজ করে তুলবে। তবে শুধু রাস্তা নয়, জরুরি পরিষেবা, কাছাকাছি হাসপাতাল, পেট্রল পাম্প বা টোল প্লাজা সহ বেশকিছু তথ্য পাওয়া যাবে এক জায়গায়। মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি কিউআর সাইনবোর্ডে পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়কের নম্বর ও প্রকল্পের বিবরণ সহ দৈর্ঘ্য, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সময়কাল, হাইওয়ে প্যাট্রোল, টোল ম্যানেজার, প্রজেক্ট ম্যানেজার ও রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের ফোন নম্বর,জরুরি হেল্পলাইন ১০৩৩, ও এন এইচ এ আই এর স্থানীয় ফিল্ড অফিসের যোগাযোগের তথ্য। এছাড়া আরও জানা যাবে কাছাকাছি হাসপাতাল,থানা, রেস্তোরাঁ, টয়লেট, পেট্রল পাম্প, ট্রাক পার্কিং জোন, টোল প্লাজা, পাংচার সারাই, সার্ভিস স্টেশন ও ই চার্জিং পয়েন্টের অবস্থান সহ বেশকিছু তথ্য। যাত্রীদের সহজেই যাতে চোখে পড়ে সেকারণেই এই কিউআর কোড বোর্ড বসানো হবে বিরতির জায়গা, টোল প্লাজা, ট্রাক লে বাই, সড়কের শুরু ও শেষ প্রান্ত সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে। এর ফলে পথ চলতে কোনও বিভ্রান্তি বা জরুরি অবস্থায় যোগাযোগে দেরি হবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দাবি সড়ক নিরাপত্তা ও যাত্রী অভিজ্ঞতায় এটি বড় পদক্ষেপ,এই প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগ শুধু রাস্তার নিরাপত্তা বাড়াবে না, উপরন্তু যাত্রীদের জরুরি তথ্যপ্রাপ্তি দ্রুত করবে। পাশাপাশি, এটি জাতীয় সড়ক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক দিক থেকেও আশাবাদী এন এইচ এ আই। সংস্থাটি জানিয়েছে, যদি সময়মতো নির্ধারিত রোড অ্যাসেটগুলির মনিটাইজেশন সম্পন্ন করা যায়, তবে ২০২৬ অর্থবর্ষে ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আসতে পারে। এটি ২০২৫ অর্থবর্ষে সংগৃহীত ২৪,৩৯৯ কোটি টাকার তুলনায় বিশাল বৃদ্ধি, ২০২৬ সালের ৩০,০০০ কোটি টাকার বাজেট লক্ষ্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে, বলছে রেটিং সংস্থা আই সি আর এ । উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ অর্থবর্ষ থেকে এনএইচএআই প্রতি বছর মনিটাইজেশনের জন্য নির্ধারিত সম্পদের তালিকা প্রকাশ করছে, যাতে প্রকল্পগুলিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বজায় থাকে। চ্ছ্বণত্ম গ্বজ্বত্র কঞ্চণ গ্লট্টিঞ্চ ভারত–চিন অপমান সইবে না, রাশিয়ার তেল কেনা প্রসঙ্গে আমেরিকাকে ফের আক্রমণ পুতিনের তবে জাতীয় সড়কে এবার শুধু রাস্তাই নয় সহযাত্রী হবে উন্নত প্রযুক্তিও একথা বলাই যায়। যাত্রাপথ হবে আরও মসৃণ, নিরাপদ ও তথ্যসমৃদ্ধ।

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতকে চুপ থাকলে চলবে না

ফ্রান্স এখন যুক্তরাজ্য, কানাডা, পর্তুগাল ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি বহু কষ্ট সহ্য করা ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য স্বপ্ন পূরণের পথে প্রথম ধাপ। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যদেশের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৫০টির বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারত এ ক্ষেত্রে একসময় অগ্রগামী ছিল। বহু বছর ধরে পিএলওকে (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) সমর্থন করার পর ১৯৮৮ সালের ১৮ নভেম্বর ভারত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এ সিদ্ধান্ত ছিল মূলত নৈতিক এবং ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই জাতিসংঘে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য ইস্যু তুলেছিল এবং বর্ণবাদী শাসনের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। আলজেরিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামের (১৯৫৪-৬২) সময় ভারত ছিল স্বাধীন আলজেরিয়ার জোরালো সমর্থক। ফলে আন্তর্জাতিক মহল এই সংগ্রামকে ভুলে যেতে পারেনি। এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। ১৯৭১ সালে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা

ঠেকাতে এবং আজকের বাংলাদেশের জন্ম ঘটাতে দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল। ভিয়েতনামে রক্তপাতের সময় যখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ চুপ করে ছিল, তখন ভারত ছিল নৈতিকতার কণ্ঠস্বর। ভারত তখন শান্তির আহ্বান জানিয়েছিল এবং বিদেশি আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছিল। আজও ভারত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অন্যতম বড় সেনা অবদান রাখছে। ভারতের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্দেশক নীতিমালায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা' ভারতের একটি কর্তব্য। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারত সব সময়ই সংবেদনশীল ও নীতিগত অবস্থান নিয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। ১৯৭৪ সালে ভারত প্রথম দিককার দেশগুলোর একটি ছিল, যারা পিএলওকে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকেই ভারত দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষ নিয়ে আসছে যেখানে ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে, আবার ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও সম্ভব হবে। বছরের পর বছর ভারত জাতিসংঘের নানা প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছে, যেখানে ফিলিস্তিনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং পশ্চিম তীর দখল ও বসতি স্থাপনকে নিন্দা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভারত ইসরায়েলের সঙ্গেও পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) প্ল্যাটফর্মে ভারত সব সময় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ভারত ফিলিস্তিনকে মানবিক সহায়তাও দিয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সহায়তা, গাজা ও পশ্চিম তীরে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য, শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতের বহু অবদান রয়েছে। কিন্তু গত দুই বছরে, বিশেষ করে ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত শুরুর পর থেকে ভারত কার্যত তার আগের ভূমিকা থেকে সরে এসেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নৃশংস ও অমানবিক হামলায় ইসরায়েলি সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এরপর ইসরায়েল যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা একেবারে গণহত্যার পর্যায়ে চলে যায়। এখন পর্যন্ত ৬৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৭ হাজার শিশু। গাজার স্কুল, হাসপাতাল, বাসস্থান, কৃষি ও শিল্প সব ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতিতে পড়েছে। ইসরায়েলি সেনারা খাদ্য ও ওষুধের ত্রাণ আটকে দিয়েছে। এমনকি মানুষ খাবার নিতে গেলে তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই নৃশংস ঘটনা সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বও খুব ধীরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ফলে অনেকটা পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে সম্প্রতি কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি অনেক দেরিতে হলেও ইতিবাচক পদক্ষেপ। এটি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবাধিকারের নীতিকে আবারও সামনে আনা হচ্ছে। এটা শুধু কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক দায়িত্বের স্বীকৃতি। আধুনিক বিশ্বে নীরব থাকা নিরপেক্ষতা নয় বরং অন্যায়ের সহযোগিতা। আর এখানেই ভারতের কণ্ঠস্বর, যা একসময় স্বাধীনতা ও মানবমর্যাদার পক্ষে দৃঢ় ছিল। কিন্তু সেই স্বর এখন অনেকটাই নীরব হয়ে গেছে। মোদি সরকারের প্রতিক্রিয়া মূলত নীরবতা আর মানবিকতা ও নৈতিকতার অভাবে ভরা। ভারতের সংবিধানের মূল্যবোধ বা কৌশলগত স্বার্থের চেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বই যেন তাদের অবস্থান ঠিক করছে। কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিনির্ভর কূটনীতি টেকসই নয়। এটি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির দিশা হতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য জায়গায় এমন প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়ে দেশকে অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টায় গুটিয়ে যেতে পারে না, কিংবা শুধু অতীত ইতিহাসের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। এর জন্য দরকার ধারাবাহিক সাহস আর ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা। অবাক করার মতো বিষয় হলো মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ভারত ইসরায়েলের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি করেছে। শুধু তাই নয়, বরং ইসরায়েলের বিতর্কিত সেই কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রীকেও ভারত আতিথ্য দিয়েছে, যিনি পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার উসকানির কারণে আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত। ফিলিস্তিন ইস্যুকে ভারত শুধু বৈদেশিক নীতি হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি ভারতের নৈতিক ও সভ্যতাগত ঐতিহ্যেরও পরীক্ষা। ফিলিস্তিনের মানুষ বহু দশক ধরে বাস্তুচ্যুতি, দখল, বসতি সম্প্রসারণ, চলাফেরার বাধা, আর বারবার নাগরিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের ওপর আক্রমণ সহ্য করছে। তাদের এই দুর্দশা অনেকটা ভারতের ঔপনিবেশিক যুগের লড়াইয়ের মতো। যখন আমাদের জনগণ সার্বভৌমত্ব হারিয়েছিল, দেশহীন ছিল, সম্পদ লুট হয়েছিল, আর সব অধিকার ও নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তখন আমরা যেভাবে লড়াই করেছিলাম, ফিলিস্তিনিরা একইভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভারতের উচিত ফিলিস্তিনের প্রতি ইতিহাসের সহমর্মিতা দেখানো এবং সেই সহমর্মিতাকে নীতিগত পদক্ষেপে রূপ দেওয়া। ভারতের অতীত অভিজ্ঞতা, নৈতিক কর্তৃত্ব আর মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলতে, অবস্থান নিতে এবং কাজ করতে শক্তি জোগায়। প্রত্যাশা হলো, ভারত যেন পক্ষপাতিত্ব না করে। এখানে ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনের মধ্যে কাউকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। প্রত্যাশা হলো ভারত যেন নীতিনিষ্ঠ নেতৃত্ব দেখায়। যে মূল্যবোধের ওপর ভারত দাঁড়িয়ে আছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশটির যে আদর্শ ছিল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারতকে ভূমিকা রাখতে হবে।

গাজা নিয়ে ট্রাম্পের বিশ দফা যেন বিশটি 'বিষের বড়ি'

মনযূরুল হক
সাংবাদিক

গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধে ৬৬ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত, ১ লাখ ৬৮ হাজার জন আহত এবং কয়েক হাজার শিশু অনাহারে মারা গেছে। সর্বশেষ গাজা সিটি দখল করতে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলে।

এই নির্মম চক্র 'ভাঙতে' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একাধিক প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি একটি এআই-জেনারেটেড ভিডিও পোস্ট করে গাজাকে মার্কিন দখলে নিয়ে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা' বানানোর স্বপ্নের কথাও জানান দিয়েছিলেন তিনি।

নতুন করে আবারও তিনি ২০ দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। যেখানে হামাসকে উচ্ছেদ করে 'টেকনোক্র্যাটিক ফিলিস্তিনি কমিটি' গঠনের কথা রয়েছে। সেই কমিটিকে তদারক করার জন্য একটি 'শান্তি পরিষদ' গঠন করা হবে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বে। তবে চেয়ারম্যান প্রধান থাকবেন ট্রাম্প নিজেই।

সোমবার হোয়াইট হাউস এই পরিকল্পনা প্রকাশের আগে চলমান জাতিসংঘের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আরব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। এরপর তিনি নেতানিয়াহুর সম্মতি গ্রহণ করেন এবং হামাসকে হুমকি দিয়েছেন, 'মেনে নাও, নইলে যুদ্ধ চলবে।'

কিন্তু এই 'শান্তি পরিকল্পনা' কি শান্তি আনবে, নাকি ফিলিস্তিনিদের জন্য এটা হবে একটা নতুন শৃঙ্খল? ফিলিস্তিনি-আমেরিকান বিশ্লেষক ওমর বদ্দার এই পরিকল্পনাকে আখ্যা দিয়েছেন 'পয়জন পিল' বলে। তিনি আলজাজিরাকে বলেছেন, কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও এর মূল উপাদান ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। গাজার বাসিন্দা ইবরাহিম জুদেহ বলেন, 'এটি অবাস্তবযুদ্ধ চলবে।'

বিষাক্ত স্বপ্নের সূচনা যেভাবে হয়

ট্রাম্পের বর্তমান পরিকল্পনা মূলত তার ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর 'গাজা রিভিয়েরা' প্রস্তাবেরই ছায়া। সে সময় তার 'গাজা রিকনস্ট্রাকশন, ইকোনমিক অ্যাকসিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (ক্সঙ্কক্কঙ্খ) প্রকল্পে গাজাকে দুবাই-স্টাইলের রিসোর্টে রূপান্তরের কল্পনা করা হয়, যেখানে থাকবে স্কাইস্ক্র্যাপার, কৃত্রিম দ্বীপ, 'ট্রাম্প রিভিয়েরা' এবং 'ইলন মাস্ক স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং জোন'।

৫ লাখ ফিলিস্তিনিকে ৯ হাজার ডলারের 'রিলোকেশন প্যাকেজ' দিয়ে 'স্বেচ্ছায়' অন্য দেশে সরানোর পরিকল্পনা ছিল। পরে আরব রাষ্ট্রনেতারা ও জাতিসংঘ এটিকে 'পাগলামি' বলে প্রত্যাখ্যান করে। এমনটি ইসরায়েলে জনপ্রিয় দৈনিক হারেৎজ 'ট্রাম্পিয়ান গেট-রিচ-কুইক স্কিম' বলে উপহাস করে।

পরে প্রকাশ পায় যে, এই প্রস্তাবের নেপথ্যে ছিলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের তদন্তে উঠে আসে, ব্লেয়ারের 'টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জ' (টিবিআই) ইসরায়েলি ব্যবসায়ী ও বিসিজির সঙ্গে মিলে 'গাজা ইকোনমিক ব্লুপ্রিন্ট' তৈরি করে এবং ইসরায়েল পরিচালিত 'গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশনের (জিএইচএফ) নিরাপত্তা প্রধান সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা ফিল রিলে সে সময় ব্লেয়ারের সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাৎ করে প্রজেক্ট পিচ করেন।

সেই 'রিভিয়েরা'র ছায়াই ট্রাম্পের বর্তমান পরিকল্পনায় ফিরে এসেছে। ধারণা করা হয়, সে কারণেই বর্তমান পরিকল্পনায় ব্লেয়ার 'ট্রানজিশনাল অথরিটি'র পরিচালক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে।

ব্লেয়ারের বিতর্কিত ভূমিকা

পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে গাজার শাসন একটি 'অস্থায়ী টেকনোক্র্যাটিক ফিলিস্তিনি কমিটি', যা 'শান্তি পরিষদ'এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। কিন্তু কমিটির সদস্য কে নির্বাচন করবে? প্রক্রিয়া কী? এর কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। ব্লেয়ারকে বলা হয় ২০০৩-এর ইরাক যুদ্ধের 'স্থপতি'। চিলকট রিপোর্ট প্রমাণ করে, ব্লেয়ার শান্তিপূর্ণ বিকল্প চূড়ান্ত না করে যুদ্ধে যান, যা লাখ লাখ জীবন ধ্বংস করেছে।

ওমর বদ্দার বলেন, 'ব্লেয়ার ও ট্রাম্পের রেকর্ড অপরাধমূলক। ব্লেয়ার ইরাক আক্রমণের মিথ্যার অজুহাতের নায়ক ছিলেন আর ট্রাম্প হলো পশ্চিম তীরের অবৈধ বসতি স্থাপন, গোলান মালভূমি দখল, জেরুজালেম ইসরায়েলের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সমর্থক।'

জাতিসংঘের আবাসন বিশেষজ্ঞ বালাকৃষ্ণান রাজাগোপাল আলজাজিরাকে বলেছেন, 'ব্লেয়ারের নেতৃত্বে 'ট্রানজিশনাল

অথরিটি' মাধ্যমে স্থায়ী বাফার জোন তৈরি গাজার ভূমি দখলের একটি ঘৃণ্য প্রচেষ্টামাত্র।' অস্ট্রেলিয়ান সিনেটর ডেভিড শুব্রিজ বলেছেন, 'ব্লেয়ার গাজায় কেন, তার তো ইরাক যুদ্ধের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় থাকা উচিত।' লেবার পার্টির সাবেক নেতা জেরেমি করবিনের মতে, 'ব্লেয়ার মধ্যপ্রাচ্যে থাকা উচিত নয়তার ইরাক সিদ্ধান্ত হাজার হাজার জীবন কেড়েছে।'

২০০২ সালে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তিপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে, বিশেষ করে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের লক্ষ্যে 'কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইস্ট' নামের একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ গঠিত হয়েছিল। ব্লেয়ার ছিল এই গ্রুপের প্রতিনিধি। ব্লেয়ারের দায়িত্ব ছিল ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা, অর্থনৈতিক প্রকল্প তত্ত্বাবধান এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনায় সহযোগিতা করা। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের অভিযোগ, তিনি তখন অবৈধ ইসরায়েলি বসতি রোধ করতে কোনো ভূমিকা রাখেননি, বরং ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছেন। এমনকি ২০১৪ সালে ইসরায়েল গাজায় অভিযান চালালেও ব্লেয়ার নীরব থাকেন।

হামাসকে নিরস্ত্র করা নাকি স্থায়ী দখলের চেষ্টা

পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, হামাস অস্ত্র ছাড়লে ইসরায়েল 'মান, অগ্রগতি ও সময়সীমা' বিবেচনা করে সেনা প্রত্যাহার করবে। কিন্তু কোনো টাইমলাইন নেই। গাজা 'সন্ত্রাসমুক্ত' না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েল একটা 'নিরাপত্তাবেষ্টনী' দিয়ে রাখবে। কিন্তু কে ঠিক করবে যে 'সন্ত্রাসমুক্ত' হয়েছে কি না?

ওমর বদ্দার বলেন, 'ইসরায়েল অনির্দিষ্টকাল দখল চালাবে, প্রত্যাহারের কোনো গ্যারান্টি নেই। ফিলিস্তিনিরা বন্দি জীবন যাপন করবে।' ফিলিস বেনিস বলেন, 'কোনো নিশ্চয়তা নেই যুদ্ধ শেষ হবে। ইসরায়েল জিম্মি ফিরিয়ে নিয়ে বলতে পারে, 'সহযোগিতা পাচ্ছি না, যুদ্ধে ফিরব।' হোয়াইট হাউসের মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, তৃতীয় ধাপে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে 'নিরাপত্তা বাফার জোন' ধরে রাখবে।

একটি 'অস্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি বাহিনী' (আইএসএফ) নিরাপত্তা দেখবে। কিন্তু কোন দেশ? ম্যান্ডেট কী? ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোযো সুবিয়ান্তো হাজার হাজার শান্তিরক্ষী পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন, আবার তিনি জাতিসংঘের অধিবেশনে শিগগিরই ইসরায়েলকে ইন্দোনেশিয়া 'স্বীকৃতি' দেওয়ার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন।

তা ছাড়া এই বাহিনীকে কি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা দেওয়া হবে? সাবেক ইসরায়েলি কূটনীতিক অ্যালন পিনকাস বলেন, 'এটি একটি সিমুলেশন গেমজটিল, বিতর্কিত। নেতানিয়াহু চুক্তি ব্যর্থ করতে সময় কিনবেন। হামাস ৭২ ঘণ্টায় বন্দী মুক্তি দেবে না।'

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কী হবে

পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বের 'বিশ্বাসযোগ্য পথ' আছে বলা হয়েছে, কিন্তু তা শর্ত সাপেক্ষে। আগে গাজা পুনর্নির্মাণ, তারপর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) সংস্কার। অথচ একই সঙ্গে ট্রাম্প এটাও বলেছেন, 'কিছু দেশ বোকামি করে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

নেতানিয়াহু সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পিএ গাজায় আসতে পারবে না, হামাসও না। পরিকল্পনার ১৭ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, হামাস যদি পরিকল্পনা গ্রহণে বিলম্ব করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে তবু 'সন্ত্রাসমুক্ত এলাকায়' নতুন গঠিত কমিটি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

আলজাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারওয়ান বিশারার মতে, হামাস যদি এটা মেনে নেয়, তাহলে তা হবে 'হামাসের আত্মসমর্পণ। ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে হামাস একটি আলটিমেটাম হিসেবে দেখবেহয় আত্মসমর্পণ করো, নয়তো যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে কাছের মিত্র ইসরায়েলকে সমর্থন করবে। এখন তাদের বোঝানো হতে পারে যে হয়তো তাদের উন্নতির জন্য আত্মসমর্পণ করা উচিত। তিন বছরের গণহত্যার পর রক্তপাত বন্ধ হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র? কোথায়?'

বিশ্লেষক রিমা হোসেইনের মতে, 'এটা কোনো শান্তি প্রচেষ্টা নয়, ইসরায়েলের আধিপত্যের নতুন রূপ। পিএ-কে বাইপাস করে গাজাকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে।'

যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, ভারত, যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যে এই পরিকল্পনায় সমর্থন জানিয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ স্বাগত জানিয়েছে তুরস্কের এরদোগান ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। আরব নেতারা (মিসর, জর্ডান, সৌদি, কাতার) সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি নয়। কেননা, এতে কেবল 'প্রতিশ্রুতি' আছে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কী বলছে ফিলিস্তিনিরা

গাজার মানুষ পরিকল্পনাকে 'হাস্যকর' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ৩৯ বছয় বয়সী গাজার বাসিন্দা ইবরাহিম জুদেহ আল-মাওয়াসিতে তার আশ্রয় থেকে এএফপি নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন, 'এটা স্পষ্ট যে এই পরিকল্পনা অবাস্তব, এটি এমন শর্ত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল উভয়ে জানে হামাস কখনো মানবে না। আমাদের জন্য এর অর্থ হলো যুদ্ধ ও কষ্ট অব্যাহত থাকবে।'

উত্তর গাজার বাড়ি থেকে মধ্য গাজার দেইর এল-বালাহতে উদ্বাস্তু হওয়া ৫২ বছর বয়সী আবু মাজেন নাসার সমানভাবে হতাশ। তিনি বলেন, 'যুদ্ধ শেষ করার জন্য আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা ছাড়া সব বন্দীকে হস্তান্তর করার মানে কী? আমরা, জনগণ হিসেবে এই হাস্যকর প্রস্তাব মানব না, হামাস এখন চুক্তি নিয়ে যা-ই সিদ্ধান্ত নিক, তা অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী কবি তামিম বারগুসি তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে লিখেছেন, ১৯৮২ সালে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগঠন (পিএলও) এমন একটা মার্কিন পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছিল। শর্ত ছিল, তারা অস্ত্রসহ বৈরুত থেকে বেরিয়ে যাবে, শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে একটা আন্তর্জাতিক বাহিনী, আর নিশ্চয়তা থাকবে যে ইসরায়েল সেখানে প্রবেশ করবে না। পিএলও বেরিয়ে গেল, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাহিনী সরে দাঁড়াল, আর তখনই ইসরায়েল ঢুকে পড়ে সাবরা ও শাতিলায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালায়।

ভারত কীভাবে চীনা 'ড্রাগন' ও মার্কিন 'ইগল'কে সামলাবে

শশী থারুর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক তিয়ানজিন সফর ছিল সাত বছর পর তাঁর প্রথম চীন সফর। তিনি সেখানে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে অংশ নেন। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মোদির উপস্থিতি একধরনের বহুরৈখিক সংহতির ছবি তুলে ধরে। এই ছবি দেখে মনে হতে পারে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে অস্বস্তিতে ফেলতে পরিকল্পিতভাবে সব সাজানো হয়েছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রদর্শনীর আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও জটিল বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতাকে ভারতের অত্যন্ত সতর্কতা ও সুস্পষ্ট কৌশলের সঙ্গে মোকাবিলা করা জরুরি। আসলে মোদির এই সফর ছিল একধরনের কূটনৈতিক পুনর্মিলনের ইঙ্গিতবাহী বার্তা। প্রায় এক ঘণ্টার সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে মোদি ও সি দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালু করতে এবং হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতা শিবের তীর্থস্থান কৈলাসমানস সরোবরে যাত্রা আবারও চালু করতে একমত হন। দুই নেতা হাত মেলালেন। ছবি তুললেন। মনে হলো, ভারত-চীন সম্পর্ক নতুন এক শান্তিপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করছে।

তবে আশাবাদী হওয়ার মতো কারণ খুব বেশি নেই। ১৯৫০-এর দশক থেকেই ভারত বারবার চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই শেষ হয়েছে হতাশা কিংবা প্রতারণায়। ১৯৬২ সালের যুদ্ধ (যখন চীনা বাহিনী হিমালয় সীমান্তে একযোগে আক্রমণ চালায়) দুই দেশের প্রাথমিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেয়। পরে ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উদ্যোগে সম্পর্ক কিছুটা স্থিতিশীল হয়। কিন্তু গত এক দশকে ভারত-চীন সম্পর্ক আবারও উত্তেজনায় ভরে উঠেছে। ২০১৩ সালের দেপসাং, ২০১৪ সালের চুমার, ২০১৭ সালের দোকলাম এবং ২০২০ সালের গালওয়ানের সংঘর্ষসবই দেখিয়েছে, সীমান্তে শান্তি এখনো অধরাই। এসব সংঘর্ষে দুই দেশের সেনারা নিহতও হয়েছেন। আজও হিমালয়ের বরাবর যে সীমান্তরেখা 'লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল' (এলএসি) নামে পরিচিত, তা নিয়ে বিরোধ রয়ে গেছে। চীন সীমান্ত অঞ্চলে দ্রুতগতিতে অবকাঠামো নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে চীনের পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশেষ করে 'চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর' প্রকল্প, সামরিক সহায়তা ও কূটনৈতিক সমর্থনভারতের কৌশলগত দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তুলছে।

সবচেয়ে যত্নসহকারে সাজানো সৌহার্দ্যের পরিবেশও যে বাস্তবতাকে আড়াল করতে পারবে না, তা হলো ভারত-চীন সম্পর্কের জটিল সমস্যাগুলো এখনো গভীর ও কঠিন। এই সমস্যাগুলোর সমাধান সহজ নয়।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনা এড়ানোর মানে যেন মিথ্যা বন্ধুত্বের ভ্রমে জড়িয়ে পড়া না হয়। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আলোচনা করার অর্থ যেন না হয় এমন কোনো বিরোধ সৃষ্টি করা, যা পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামোগত ক্ষেত্রগুলোয় বিঘ্ন ঘটায়। ভারত-চীন সম্পর্কের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য। চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যঘাটতি বর্তমানে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়, চীনা পণ্যের ওপর ভারত ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান থেকে শুরু করে বিরল খনিজ পদার্থসবক্ষেত্রেই ভারত চীনের ওপর আমদানিনির্ভর। অন্যদিকে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি ও সেবা প্রদানকারীরা চীনা বাজারে প্রবেশ করতে হিমশিম খাচ্ছে অথচ চীনা কোম্পানিগুলো ভারতের সরবরাহব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনার জন্য ভারত বারবার চীনের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছে, তা এখন পর্যন্ত খুব একটা ফল দেয়নি। কোনো সম্মেলনই ভারত-চীন সম্পর্কের কাঠামোগত সমস্যাগুলো ঢেকে রাখতে পারে না। এসসিও সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং যখন বললেন 'ড্রাগন ও হাতি একসঙ্গে হাঁটুক', তখন মোদি সীমান্তে শান্তি ও ন্যায্য বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর আবারও জোর দিলেন। পাশাপাশি তিনি ভারতের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) বিরোধিতা দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করলেন। এ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অংশ হলো এমন একটি মহাসড়ক, যা পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে গেছে, আর সেই ভূখণ্ড ভারত নিজস্ব বলে দাবি করে। একই সঙ্গে মোদি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও ভারতের অটল অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। দ্বিপক্ষীয় এসব মতবিরোধ ছাড়াও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কেও দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। চীন এখন বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প কাঠামো গড়ে তুলতে চায়। এসসিও সম্মেলনে সি চিন পিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অর্থনীতি ও অবকাঠামো খাতে এমন কিছু উদ্যোগের কথা বলেন, যা পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরতা কমাবে। বর্তমানে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া রাশিয়ার জন্য এটি একধরনের ভূরাজনৈতিক লাইফলাইন। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিতে এসসিও কেবল আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি মঞ্চ, যেখানে ভারত তার কৌশলগত স্বাধীনতা প্রদর্শন করে।

ভারত মোটেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে চায় না।

পাঠকের চিঠি

লটারির নেশা ও সর্বশান্ত হবার এক আশঙ্কা

ভানু পেলো লটারি' সিনেমার নাম হয়তো অনেকেরই জানা। বা টিভির পর্দায় হয়তো তা অনেকেই সিনেমাটি দেখেছেন। লটারি জেতার স্বপ্ন সকলেরই থাকে।লটারি জিততে পারলে হয়তো আকাঙ্ক্ষিত অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু সেই লটারি জেতার নামে যদি কোনো প্রতারণা চক্র চলে তবে সেই প্রতারণা চক্রে পা দিলেই সর্বশান্ত হবার একটি বড় আশঙ্কা থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় কারো কারো মোবাইলে এমন ধরনের মেসেজ আসে যেখানে বলা হয় আপনি এতো টাকা জিতেছেন। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন বাবদ এতো টাকা ডিপোজিট করলেই আপনার লটারি জেতার টাকাটি সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক আক্যাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।সেক্ষেত্রে অনেকে লটারি জেতার আনন্দে রেজিস্ট্রেশন ফিও জমা করেন সাথে সাথে আর নিজের ব্যাঙ্ক আক্যাউন্ট ডিটেল্সও দিয়ে দেন।সেক্ষেত্রে প্রতারকদের হাতে অনেকেই প্রতারিত হন। সেক্ষেত্রে লটারি জেতার টাকাটি তো পানই না বরং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ যে টাকাটি জমা করেছেন সেটিও হাতছাড়া হয়। সেক্ষেত্রে আরও সতর্কতার প্রয়োজন। মনে রাখবেন,আপনার কষ্টার্জিত টাকাটি যেন বিফলে না যায়।

শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শাটডাউন আলোচনা ব্যর্থ হলে সরকারি কর্মীদের গণহারে ছাঁটাইয়ের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের ব্যাপক হারে ছাঁটাই করা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি মনে করেন, আংশিক সরকারি শাটডাউন (অচলাবস্থা) থামাতে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদলীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় কোনো সমাধান আসেনি, তাহলে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

গতকাল রোববার পঞ্চম দিনের মতো যুক্তরাষ্ট্র সরকারে আংশিক অচলাবস্থা চলেছে। গত বুধবার থেকে শাটডাউন শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্যরা আগের দিন মধ্যরাতের মধ্যে নতুন সরকারি ব্যয় বা অর্থায়ন পরিকল্পনায় একমত হতে ব্যর্থ হওয়ায় এমন অবস্থা চলছে।

গতকাল রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প সম্ভাব্য চাকরিচ্যুতিকে 'ডেমোক্র্যাট ছাঁটাই' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ যদি চাকরি হারায়, তবে মনে করতে হবে, সেটা ডেমোক্র্যাটদের কারণে হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেট সিএনএনের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে বলেন, তাঁর বিশ্বাস ডেমোক্র্যাটরা এখনো তাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে একটি বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট এড়ানো সম্ভব হবে।

হাসেট বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রাস ভট

(হোয়াইট হাউসের বাজেট পরিচালক) সবকিছু প্রস্তুত করছেন এবং প্রযোজনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তৈরি। তবে তাঁরা আশা করছেন, সেটা করতে হবে না। প্রেসিডেন্ট যদি সিদ্ধান্ত নেন, আলোচনা একেবারেই ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তবে তখন ছাঁটাই শুরু হবে।'

গতকাল রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প সম্ভাব্য চাকরিচ্যুতিকে 'ডেমোক্র্যাট ছাঁটাই' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ যদি চাকরি হারায়, তবে মনে করতে হবে, সেটা ডেমোক্র্যাটদের কারণে হয়েছে।

সিনেটের ডেমোক্রেটিক নেতা চাক শুমার সিবিএসের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে বলেন, তারা (ডেমোক্র্যাটরা) আলোচনায় বসতে রাজি নয়। তাঁর মতে, ট্রাম্প ও কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে নতুন আলোচনার মাধ্যমেই কেবল অচলাবস্থার অবসান সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অচলাবস্থা সত্ত্বেও গতকাল রোববার ভার্জিনিয়ার নরফোকে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন ট্রাম্প।

নরফোকের নেভাল স্টেশনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হোয়াইট হাউস থেকে নেভাল স্টেশনটির উদ্দেশে যাত্রা করার আগে নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট দেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমার বিশ্বাস, যা কিছুই ঘটুক, শো অবশ্যই চলবে।' তিনি এটিকে নৌবাহিনীর দক্ষতা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শনের শো বলে উল্লেখ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারে আংশিক অচলাবস্থার জন্য ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তারা মার্কিন নৌবাহিনীর জন্মদিনের এই দারুণ উৎসবটাকে নষ্ট করতে চায়।

কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের সর্বশেষ বৈঠকের পর এখন পর্যন্ত কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়নি।

সিনেটের সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার সিবিএসের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে বলেন, 'তাঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি নন। ট্রাম্প ও কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে নতুন আলোচনার মাধ্যমেই কেবল অচলাবস্থার অবসান সম্ভব।'

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের হিসাব অনুযায়ী, সরকারে আংশিক শাটডাউন চলার কারণে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার ফেডারেল কর্মী বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ রেখেছেন।

জুবিনকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে এসআইটির জেরায় শেখরজ্যোতি গোস্বামীর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তিতে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য, তীব্র প্রতিক্রিয়া, শেখর জেনেও এই তথ্য আগে কেন জানায়নি বলে প্রশ্ন করে যদি এটা হয়েছে, তাহলে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গের

সন্দীপনে গর্গ সহ মোট চারজনকে তলব করে জেরা এসআইটির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের প্রাণ অসমের হৃদস্পন্দন প্রিয় শিল্পী জুবিন গর্গকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এসআইটির জেরায় জুবিনের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র বাদক শেখরজ্যোতি গোস্বামী এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দিয়েছেন বলে প্রচার মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এই খবর প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিরা। জুবিনের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ বলেন শেখর যদি এই তথ্য আগে থেকে জানতো তাহলে আগেই তার সেটা বলা উচিত ছিল। তবে এই তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি। এসআইটির একটি দল জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তার হাতে তুলে দিলেও সেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন গরিমা। জুবিনের আত্মীয় সন্দীপন গর্গকে ডেকে পাঠিয়েছে এসআইটি। সর্বমোট চারজনকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্তকারী সংস্থা।

গতকাল মধ্যরাতে আচমকা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত খবর অনুযায়ী এসআইটির জেরায় বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছেন ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া শেখরজ্যোতি গোস্বামী। প্রচার মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী শেখরজ্যোতি গোস্বামী এসআইটিকে জানিয়েছেন সিঙ্গাপুরে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের আযোজক শ্যামকানু মহন্ত এবং জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা ষড়যন্ত্র করে তাকে বিষ পান করিয়েছেন। দুর্ঘটনার দিন সিদ্ধার্থ শর্মা গরিমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। কারণ সেদিন সিদ্ধার্থ জানিয়েছিলেন যে জলে প্রথমবার জুবিনের সিজার অ্যাটাক হয়েছিল। এছাড়া জুবিনের হৃদযন্ত্রের কোনো সমস্যা না থাকলেও তার ছবি ভিডিও কাউকে দিতে বাধা দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালের আগে জুবিনকে পিকনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জুবিনের ব্যাগে ৪-৫ রকমের বিভিন্ন ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে। অথচ এই শিল্পী শুধুমাত্র একটি ওষুধ খেতেন বলে তার স্ত্রী গরিমা জানিয়েছেন। সিঙ্গাপুরে জুবিন লেভিপিল এনআর৫০০ নামের ওষুধ খেয়েছিলেন কিনা সেক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে তার স্ত্রীর। জুবিনের মুখ দিয়ে ফ্যান বেরোনোর বিষয়টিকে তার গ্যাস্ট্রিক বলে উল্লেখ করেছিলেন সিদ্ধার্থ শর্মা। সাগরে নিয়ে যাওয়া ইয়ট নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন তিনি। এমনকি সিদ্ধার্থ জুবিনকে সমুদ্রে সাঁতার কাটার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। জুবিনকে বিদেশি সুরার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন শ্যামকানু মহন্ত এবং সিদ্ধার্থ শর্মা। ইতিমধ্যে ১৪ দিনের হেফাজতে থাকা শেখরজ্যোতি গোস্বামী এই ধরনের মন্তব্য এসআইটির কাছে করেছেন বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

অসমের প্রাণের শিল্পী জুবিনকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর প্রচারিত হওয়ার পরেই সারা রাজ্যজুড়ে এক থমথম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন জুবিনের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ। তিনি বলেন শেখরজ্যোতি গোস্বামী যদি বিষয়টি জানতেন তাহলে তাকে কেন লুকিয়ে রেখেছেন। বিষয়টির তদন্ত চলছে। যদি এই ঘটনা সত্য হয় তাহলে তাকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া উচিত। কেন তার স্বামীকে এই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রত্যেককে এতো ভালবাসতেন, শুধু অপরকে ভালোবাসাই শিখেছেন। প্রত্যেককে বিশ্বাস করার জন্য তাকেও বুঝিয়ে রেখেছিলেন। এছাড়া প্রত্যেকে নিজের বলে আপন করে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেককে পরিবারের সদস্য হিসেবে মনে করেছিলেন তার স্বামী। এরপরেও কেন তার সাথে এই অন্যায় করা হলো বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন গরিমা। তিনি বলেন কেউ যদি এই অপরাধ করেছেন তাহলে তার শাস্তি হতেই হবে। জুবিনকে ন্যায় দিতেই হবে। এই ব্যক্তি যাতে ন্যায় পায় সেই ভাবে ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন গরিমা শইকিয়া গর্গ।

অন্যদিকে এএসপি মরমী দাসের নেতৃত্বে এসআইটির একটি দল এদিন জুবিনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট স্ত্রী গরিমার হাতে তুলে দিয়েছে। এছাড়াও জুবিনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের স্টেটমেন্ট নিয়েছে দলটি। তবে গরিমা জুবিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসআইটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই সংক্রান্তে গরিমা বলেন যেহেতু তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে ফলে পোস্টমর্টেম এর তথ্য প্রকাশ করলে তদন্তের প্রক্রিয়ায় ক্ষতি হতে পারে কিনা সেটা চিন্তা করেই তিনি এই প্রতিবেদন গ্রহণ করেননি। এটাকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ভাবেননি। যেহেতু তদন্ত চলছে ফলে তিনি আইন ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। এক্ষেত্রে যে ধরনের সহযোগিতা চাই সেটা করতে তিনি রাজি রয়েছেন। তাকে যেখানে যেতে বলা হয় তিনি যাবেন। এর জন্য পোস্টমর্টেম এর প্রতিবেদন তদন্তকারী সংস্থার হাতেই ফেরত পাঠিয়েছেন তিনি। এটা তাদের হাতে থাকাই ভালো। এক্ষেত্রে তারা উচিত বিচার করবেন বলে মনে করছেন তিনি। তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিক দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অতি শীঘ্রই এর ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জুবিনের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ। এছাড়া এদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জুবিনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

এদিকে গত দুদিন ধরে জুবিনের আত্মীয় তথা অসম পুলিশের ডিএসপি সন্দীপন গর্গকে জেরা অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। এদিন ফের একবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল। একইভাবে জুবিনের সহশিল্পী হিসেবে খ্যাত সুইটি দাসকে তলব করেছিল এসআইটি। সিআইডি কার্যালয়ে আসার পর তাকেও জেরা করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে জুবিনের সঙ্গে যাওয়া রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ এবং অন্য একজন সাংবাদিক সারস্বত গোস্বামীকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের ভাষ্য গ্রহণ করেছে এসআইটি। সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ বলেন জুবিনের মৃত্যুর পর সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে তিনি সরাসরি গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি জুবিনের সঙ্গে ছিলেন না। তবে সেখানে পৌঁছানোর পর যাবতীয় পরিস্থিতি এবং পরিবেশ এসআইটি সম্মুখে তুলে ধরবেন তিনি। জুবিনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে তার। ফলে জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ।

টুকরো খবর

সংগীতের রাজপুত্র জুবিন গর্গকে আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অসম গণপরিষদের

অগপর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আযোজিত জনসভা এবং আঞ্চলিক দলের রাজনৈতিক সমাবর্তন স্থগিত রেখে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমের প্রাণ মহানায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর খবরে এখনো শোকের সাগরে ডুবে রয়েছে রাজ্যবাসী। প্রতিজন অনুরাগীর হৃদয়ে বাস করা এই সংগীতের রাজপুত্রের প্রতিটি গান প্রতিটি কথা প্রতিটি কাজ রাজ্যবাসীর মন মগজে অহরহ ক্রিয়া করে চলেছে। গণ শিল্পী জুবিনের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন হওয়ার জন্য প্রত্যেকে তীব্র উৎকণ্ঠা সহ অপেক্ষায় রয়েছেন। এরই মধ্যে গুয়াহাটির দিঘলিপুখুরীর কাছে থাকা লক্ষ্মীধর বরা ক্ষেত্রে অসম গণপরিষদ এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আযোজন করেছিল। দলের শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। প্রসঙ্গত আগামী ১৪ অক্টোবর অগপর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে এক জনসভা আযোজন করা হয়েছিল। এছাড়া দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সঙ্গে সংগতি রেখে আগামী ১৩ অক্টোবর আঞ্চলিক রাজনৈতিক সমাবর্তনেরও আযোজন করেছিল দলটি। কিন্তু জুবিন গর্গের মৃত্যুর জন্য এই অনুষ্ঠান দুটো স্থগিত রাখা হয়েছে। দলের মুখ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে অগপর সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা বলেন আগামী ১৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান বাতিল করা হলেও দলের মুখ্য কার্যালয়ে এবং অন্যান্য জেলা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের কার্যালয় গুলোতে সাধারণভাবে নিয়ম মেনে প্রতিষ্ঠা দিবস আযোজন করা হবে। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অগপর সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা বলেন আগে একটি দলীয় সভার পর দলের প্রতিষ্ঠা দিবস মহা সমারহ উদযাপন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। একই সঙ্গে একটি রিজনাল পার্টি কনক্লেভ আযোজন করা হবে বল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দল। এই সভায় উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক দলকে ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু আকস্মাৎ জুবিনের মৃত্যুর খবরে প্রত্যেককে শোকাগ্রস্ত করে তুলেছে। ফলে জুবিনের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠান গতানুগতিক ভাবে উদযাপন করা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচির সমান্তরালভাবে জুবিন গর্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আযোজন করার জন্য প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। জুবিনের সহকর্মী বাদ্যযন্ত্র বাদক শেখরজ্যোতি গোস্বামীর সিআইডিকে দেওয়া মন্তব্য জনসমক্ষে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না অগপ সভাপতি অতুল বরা। তিনি বলেন দলের তরফে এই ঘটনার উচ্চ স্তরের তদন্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দোষীকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে তদন্ত শুরু করিয়েছেন। জুবিন এর মৃত্যু দেশের এক অপূরনীয় ক্ষতি। কারণ জুবিন অসমের সম্পদ ছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিটিসি নির্বাচন সংক্রান্তে অগপ সভাপতি বলেন ফলাফল প্রত্যেকে আশা করে। এই নির্বাচনকে অবহেলা না করে দলীয় কর্মীকে প্রতীকি হিসেবে অংশ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তাদের আশার প্রতি সম্মান জানিয়ে চারটি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল অসম গণপরিষদ। কিন্তু একজন প্রার্থী পরে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন। বাকি তিনজন প্রত্যাহার না করলেও নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। তবে বিটিসিতে প্রত্যেকেই শান্তি চাইছেন বলে মন্তব্য করেন অগপ সভাপতি অতুল বরা। এদিন আযোজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অগপ সভাপতি অতুল বরা, দলের কার্যকরী সভাপতি তথা মন্ত্রী কেশব মহন্ত, মেয়র মৃগেণ শরণিয়া, জ্যেষ্ঠ শিল্পী সমর হাজারিকা, জেপি দাস, উপকূল বরদলৈ, ড০ অঞ্জনজ্যোতি চৌধুরী, সন্ধ্যা মেনন, মালবিকা বরা, অতুল পাচনি, অনুপম শইকীয়া, জিনা রাজকুমারী, বর্ণালী কলিতা, রূপম ভুঁইয়া, রঞ্জিত গগৈ, সঙ্গীতা কাকতি, সদানন্দ গগৈ, পদ্মনাভ বরদলৈ, চন্দন দাস, রাজশ্রী ফুকন, প্রণামিকা গোস্বামী, কমলিকা কাশ্যপ, সান্তনা কলিতা, ভাস্বতি ভারতী, আইনজীবী নকিবুর জামান, প্যারা সাইকেলিস্ট রাকেশ বনিক, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ের সচিব ড০ নারায়ণ শর্মা সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী এবং গুণমুগ্ধ অংশগ্রহণ করে হৃদয়ের আপন শিল্পী জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এছাড়া সারা অসম উকিল সংস্থা, টাই আহোম ছাত্র সংস্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, টাই আহোম সাহিত্য সভা, সারা অসম চাকমা সংস্থা, শরৎ সিংহ ট্রাস্ট, গুয়াহাটি ব্যাপটিস্ট চার্চ, সারা অসম চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থা, গুয়াহাটি উকিল সংস্থা, চা জনগোষ্ঠীর সাহিত্য সভা, সারা অসম গড়িয়া মরিয়া দেশী পরিষদ, বৃহত্তর গুয়াহাটি সম্মিলনী সমিতি, গুয়াহাটি বিদ্যালয় গুলোর প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, পূর্ব গুয়াহাটি বিহু সম্মিলনী, পশ্চিম গুয়াহাটি বিহু সম্মিলনী, উলুবাড়ি বিহু সম্মিলনী, খারগুলি বিহু সম্মিলনী, গুয়াহাটি পৌরনিগম পরিষদ, রাষ্ট্র বাদী কংগ্রেস, গণেশ মন্দির সমিতি, প্রগতি শিল্পী সংঘ ছাড়াও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে একাধিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা প্রিয় শিল্পী জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

পাকিস্তান অধিনায়ক বললেন ‘টেল’, ম্যাচ রেফারি শুনলেন ‘হেড’

কলম্বো ঃ কলম্বোয় গতকাল নারী বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৮৮ রানে হারায় ভারত। এ ম্যাচে বিতর্ক উঠেছে টস নিয়ে। স্কোরকার্ডে লেখা টস জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেয়ে যাওয়া টসের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে টস জিতেছিল আসলে ভারত। টস করতে নেমেছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা ও ভারতের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ম্যাচ রেফারি দক্ষিণ আফ্রিকান শান্দ্রি রিৎজ এবং সঞ্চালক মেল জোনস। ভিডিওতে দেখা যায়, হারমানপ্রীত মুদ্রা নিক্ষেপের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা ‘টেল’ বলেন। কিন্তু ম্যাচ রেফারি শান্দ্রি রিৎজ ভুল শোনেন। তিনি তখন বলেন, ‘হেড ইজ দ্য কল’অর্থাৎ ফাতিমা ‘হেড’ বলেছেন। সম্প্রচারক, সঞ্চালক ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান মেল জোনস এই টস-পর্ব পরিচালনা করেন। মেল জোনসও ম্যাচ রেফারির কথায় সায় দেন। মুদ্রা মাটিতে পড়ার পর ম্যাচ রেফারি দেখে ঘোষণা করেন ‘ইটস আ হেড’অর্থাৎ টসে হেড উঠেছে এবং পাকিস্তানকে টসজয়ী ঘোষণা করা হয়। যদিও ফাতিমা ‘টেল’ বলায় টসে আসলে জিতেছিল ভারত। কিন্তু তখন কোনো দলের অধিনায়ক এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। পাকিস্তানকে টসজয়ী ঘোষণা করার পর দলটির অধিনায়ক ফাতিমা সঞ্চালককে জানান, পাকিস্তান আগে বোলিং করবে। আগে ব্যাট করে ২৪৭ রান তুলেছিল ভারত। তাড়া করতে নেমে ৪৩ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। ভারত জেতায় সম্ভবত এটা নিয়ে আর বিতর্ক তৈরি হয়নি। বিষয়টিকে অনেকে মানবিক ভুল হিসেবেই দেখছেন।

পন্টিংয়ের দলে খেলতে তর সইছে না রিশাদের

ঢাকা ঃবিগ ব্যাশের আগের মৌসুমেও সুযোগ পেয়েছিলেন রিশাদ হোসেন। তবে অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় খেলতে যাওয়া হয়নি। এবার আবার তাঁকে দলে নিয়েছে হোবার্ট হারিকেনস। তাতে একটি স্বপ্নপূরণ হচ্ছে বাংলাদেশের লিগ স্পিনারের। ছোটবেলা থেকেই রিশাদের প্রিয় ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি রিকি পন্টিং। রিশাদের দল হোবার্ট হারিকেনসের হেড অব স্ট্র্যাটেজি হিসেবে কাজ করেন তিনি। রিশাদ জানালেন, পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে তর সইছে না। আজ জুমে হওয়া ক্রিকেট তাসমানিয়ার সংবাদ সম্মেলনে রিশাদ বলেছেন, ‘বেড়ে ওঠার সময় আমার প্রিয় ক্রিকেটার ছিলেন পন্টিং। আমি তাঁর খেলা দেখতাম তখন। এখন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি। আমি তাঁর কোচিংয়ে খেলতে চাই।’ আগামী ১৪ ডিসেম্বর শুরু হবে বিগ ব্যাশের এবারের আসর। এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য বিসিবির কাছ থেকে অনাপত্তিপত্রও পেয়ে গেছেন রিশাদ। অস্ট্রেলিয়ায় হোবার্টের হয়ে কাজটা কী হবে, তাও জানেন রিশাদ। রিশাদ বলেছেন, ‘পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার পর উইকেট নেওয়াটা লেগ স্পিনার হিসেবে আমার কাজ। আশা করি, হোবার্টের হয়েও কাজটা করতে পারব। বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলার মাধ্যমে আমার অভিজ্ঞতা বাড়বে। সেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে বোলিংয়েও উন্নতি হবে।’ এর আগে পাকিস্তান সুপার লিগেও খেলেছেন রিশাদ। সর্বশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, বিগ ব্যাশে ভিন্ন একটি বিষয় নিয়েও নিজের রোমাঞ্চের কথা জানিয়েছেন রিশাদ। রিশাদ বলেছেন, ‘আমাকে যখন হোবার্ট দলে নেয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার নাম গুগল করি আর দেখতে পাই যে খুব সুন্দর আর প্রশান্তিময় জায়গা।’

রেকর্ড গড়ার পর গার্দিওলা বললেন, ‘ফার্গুসনওয়েঙ্গারকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাব’

প্যারিস ঃ গতকাল রাতে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির ১০ গোলের জয়ে নতুন এক মাইলফলক গড়েছেন পেপ গার্দিওলা। এটি ছিল প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গার্দিওলার ২৫০তম জয়। তবে এই মাইফলক অন্য যেকোনো কোচের চেয়ে দ্রুততম সময়ে গড়েছেন গার্দিওলা। এই মাইলফলক ছুঁতে গার্দিওলার লেগেছে ৩৪৯ ম্যাচ। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা দুই কিংবদন্তি স্যার আলেক্স ফার্গুসন ও আর্সেন ওয়েঙ্গারের লেগেছে যথাক্রমে ৪০৪ ও ৪২৩টি করে ম্যাচ।

ফার্গুসন এই কীর্তি গড়েছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, আর ওয়েঙ্গার আর্সেনালে। গতকালের ম্যাচ শেষে ফার্গুসন ও ওয়েঙ্গারকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়ে কথা বলেছেন গার্দিওলা। জানিয়েছেন এই দুজনকে ডিনার করানোর ইচ্ছের কথাও।

ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ দুজনকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়ে জানতে চাওয়া হলে গার্দিওলা হাসতে হাসতে বলেন, ‘স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন আর আর্সেন ওয়েঙ্গারের পাশে জায়গা পাওয়া আমার জন্য সম্মানের। আমি ওদের ভালো একটা ডিনারে আমন্ত্রণ জানাব। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের অংশ হতে পারা আনন্দের। খুব খুশি লাগছে।’

ক্লাব ও খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে গার্দিওলা বলেন, ‘আমি ক্লাব, খেলোয়াড় ও বাকি সব স্টাফকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, অনেকগুলো ম্যাচ আমাদের খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে খেলতে হয়েছে এবং আরও ভালোভাবেও খেলতে হয়েছে। আমি সত্যিই ভীষণ খুশি। এখন আরও ২৫০ জয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে!’

মৌসুমের শুরুটা ভালো না হলেও এখন ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আছে সিটি। লিগে শেষ ৪ ম্যাচের ৩টিতেই জিতেছে তারা। অন্যটিতে আর্সেনালের বিপক্ষে তাদের মাঠে ড্র করেছে।

দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট গার্দিওলা বলেছেন, ‘এই মাসটা নিয়ে আমি খুশি। আমরা ভালো জায়গায় আছি এবং প্রতি ম্যাচে আরও ভালো হয়ে উঠছি।’ বর্তমানে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ৫ নম্বরে আছে সিটি। ১৮ অক্টোবর সিটির পরের ম্যাচে এভারটনের বিপক্ষে।

ক্রিকেট এখন উত্তেজনার প্রতীক, প্রচারণার হাতিয়ার ঃ ভারত পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আথারটন

লন্ডন ঃ এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল তিনবার, যার একটি ছিল ফাইনাল। পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা ও পরবর্তী সময়ে ভারতপাকিস্তান সংঘাতের জেরে এই তিন ম্যাচের কোনোটিতেই পাকিস্তানের অধিনায়ক আগা সালমানের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

মূলত প্রথম ম্যাচে হাত না মেলানোকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক চলেছে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত। এমনকি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভীর কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় শেষ পর্যন্ত ট্রফি ছাড়াই উদ্যাপন করতে হয়েছে ভারতকে।

ভারতপাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে এসব বিতর্কিত ঘটনায় ক্রিকেট কলংকিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন অনেকে। এবার এই দুই দলের ম্যাচ নিয়ে মুখ খুলেছেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল আথারটন।

তাঁর মতে, ভারতপাকিস্তানকে প্রতিটি আইসিসি টুর্নামেন্টে মুখোমুখি করার জন্য যেভাবে সূচি তৈরি করা হয়, তা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। এশিয়া কাপে দুই দলের লড়াই ঘিরে তৈরি হওয়া শত্রুতা ও বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই এ মন্তব্য করেছেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের দ্য টাইমস পত্রিকায় লেখা কলামে আথারটন স্বীকার করেছেন, ভারতপাকিস্তান ম্যাচ নিশ্চিত করার পেছনে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দুই ধরনের কারণই আছে। ২০১৩ সালের পর থেকে যতগুলো আইসিসি টুর্নামেন্ট হয়েছে, প্রতিটিতেই গ্রুপ পর্বে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছে।

আথারটন লিখেছেন, ‘এটি বিরল লড়াই হলেও (হয়তো আংশিকভাবে এটি বিরলই) এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিপুল। এ কারণেই আইসিসি টুর্নামেন্টের সম্প্রচারস্বত্ব এত দামে বিক্রি হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩২৭ চক্রে যা ছিল প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মূল্য কমে যাওয়ায় আইসিসি টুর্নামেন্টের গুরুত্ব বেড়েছে, আর এই ভারতপাকিস্তান ম্যাচ সেই আয়-ব্যয়ের হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ার পরও সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মনে করেন, এশিয়া কাপে যা ঘটেছে তারপর এই ‘অঘোষিত সমঝোতা’ শেষ করার সময় এসেছে। আথারটন লেখেন, ‘একসময় ক্রিকেট ছিল কূটনীতির বাহন। এখন এটি স্পষ্টতই বিস্তৃত উত্তেজনার প্রতীক ও প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি খেলা তার আর্থিক স্বার্থে এভাবে সূচি সাজাবে, এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। আর এখন যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন তো আরও কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।’

আথারটন আরও যোগ করেন, ‘আগামী সম্প্রচারস্বত্বের চক্র থেকে টুর্নামেন্টের ফিক্সচার আরও স্বচ্ছভাবে করা উচিত। ভারতপাকিস্তান যদি প্রতিবার মুখোমুখি না-ও হয়, তাতেই বা সমস্যা কোথায়।’

বাগেরহাটে একটি হত্যাকাণ্ড 'অনেকে দেখেছে', কিন্তু 'কেউ দেখেনি'

বাগেরহাট ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা বাগেরহাটে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তির খুন হওয়ার ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ বলছে, ঘটনাটি কেউ দেখেছে এমনই কাউকেই তারা পাচ্ছেন না।

যদিও সন্ধ্যার পরের ঘটনা হলেও অনেকের সামনেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে। যিনি খুন হয়েছেন তিনি ঢাকার একটি পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি এবং একই সঙ্গে বিএনপির স্থানীয় একজন নেতা। তার বিরুদ্ধে আগেও মাদক ও চাঁদাবাজি সংক্রান্ত দুটি মামলার রেকর্ড আছে।

স্থানীয় কেউ কেউ বলছেন, হামলাকারীরা এ এস এম হায়াত উদ্দিনকে কুপিয়ে হত্যা করে দুটি মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থল থকে চলে যায়। কেউ বলছেন, খুনের শিকার ব্যক্তি ও হামলাকারীরা আগে থেকেই সেখানে 'আড্ডা' দিচ্ছিলেন।

মি. উদ্দিন বাগেরহাট পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য। সম্প্রতি পৌর বিএনপির সম্মেলনে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন করে জয়ী হতে পারেননি তিনি।

যদিও জেলা বিএনপি নেতারা বলছেন, গত কয়েকমাস ধরেই 'রাজনীতি ছেড়ে' সাংবাদিকতায় ব্যস্ত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমেও সরব ছিলেন হায়াত উদ্দিন।

খুনের ঘটনা সম্পর্কে কতটা জানা যাচ্ছে

বাগেরহাট শহরের পিসি কলেজ সংলগ্ন হাড়িখালি এলাকায় সন্ধ্যায় হামলার শিকার হন এ এস এম হায়াত উদ্দিন। সেখানকার একটি প্রাইমারি স্কুলের কাছে চায়ের দোকানে বসে ছিলেন তিনি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কয়েকজন এসে তাকে কুপিয়ে জখম করে দুটি মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। তবে স্থানীয় বিএনপির একজন নেতা বলছেন, তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন যে যারা হামলা করেছে তাদের সাথেই হায়াত উদ্দিনকে আড্ডা দিতে দেখছে স্থানীয়রা। সদর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহামুদ উল হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তারা ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর পাড়া প্রতিবেশী ও ঘটনাস্থলের আশেপাশের সবাই একবাক্যে বলেছে 'তারা ঘটনার সময় ছিলই না' কিংবা 'তারা কিছু দেখেনি'। মি. হাসান বলছেন, তারা আজ দুপুর পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ক্লু পাননি।

সেখানকার যারেই জিজ্ঞেস করি তিনিই বলছেন ঘটনার সময় তারা এলাকাতেই ছিলেন না। তবে তদন্ত চলছে। আশা করি সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে, বলেন ওসি।

হায়াত উদ্দিনের ভগ্নীপতি তোফাজ্জেল হোসেন জিহাদ বলছেন, হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করতে তারা রাজি নন।

এখনো পোস্ট মর্টেম শেষ হয়নি, শনিবার দুপুরে বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহামুদ উল হাসান বলছেন, হায়াত উদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগে আদালতে একটি চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনে মাদকের একটি মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তবে তার খুনের সাথে এ সবের কোনো সম্পর্ক আছে কি–না সেটি কেবল তদন্তের পরেই বলা যাবে, বলছিলেন তিনি।

পুলিশের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য না আসলেও হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে বিএনপির অভ্যন্তরে নানা ধরনের আলোচনার তথ্য পাওয়া গেছে।

বিএনপির কয়েকজন নেতা ও স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, হায়াত উদ্দিন মূলত ফেসবুকে বেশি সরব হয়েছিলেন এবং একই সাথে দলের মধ্যে গ্রুপিংয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

গত কিছুদিন ধরে বাগেরহাটে বিএনপি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এতে হায়াত উদ্দিন নতুন একজন নেতার সাথে সখ্য তৈরি করেছিলেন, যেটি অন্য একটি পক্ষকে ক্ষুব্ধ করেছিলো বলে মনে করা হয়।

এমনকি নিজের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত মামলা থাকলেও তিনি সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রতি মাদকবিরোধী পোস্ট দিয়েছেন এবং কোনো কোনো পোস্টে বিভিন্নজনকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণও করেছেন যা দলেরই একাংশকে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ করে। এর আগে চলতি বছরের মে মাসের শেষ দিকে হায়াত উদ্দিন হামলার শিকার হয়েছিলেন এবং সেট মাদক সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই বলে শহরে প্রচার আছে। তবে মাদক ও বিএনপির ভেতরে এ নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হায়াত উদ্দিন নিহত হয়েছেন বলে মানতে রাজি নন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকরাম হোসেন তালিম। তিনি বলছেন, হায়াত উদ্দিন সাংবাদিকতার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সত্যি নয় বলে আমি মনে করি।

যদিও জেলা বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা বলেছেন জেলার বিএনপিরই একটি গ্রুপ মাদক, অস্ত্রসহ বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত, যাদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন হায়াত উদ্দিন।

এ সিন্ডিকেটের হাতেই অস্ত্র ও মাদক। এদের কেউ ধরে না। দলের মধ্যে কিছু গডফাদার এগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, বলছিলেন তিনি। তবে তিনি তার নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন।

আবার হায়াত উদ্দিনের এলাকাতেই বাস করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক খাদেম নিয়ামুল নাসির আলাপ।

তিনি বলছেন, সে রাজনীতি থেকে সাংবাদিকতার দিকে গিয়েছিলো। তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে মারামারি হয়েছে বলে শুনছি। হায়াতকে দীর্ঘকাল ধরে চিনি। তার মধ্যে খারাপ কিছু তো আমি দেখিনি। বিএনপির মধ্যকার দ্বন্দ্বের অভিযোগও সত্যি না।

হায়াত উদ্দিনের পরিবার এখনো কোনো মামলা করেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয়রা বলছেন, ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে যাদের নাম এখন এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফিরছে তারা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে জড়িত।

বিএনপির জেলা কমিটির নেতারা অবশ্য বলছেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তারা কেউ এখন আর বিএনপির সাথে জড়িত নন। এসব ব্যক্তিদের আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার একজন শীর্ষ নেতা।

রংপুরের পীরগাছায় মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত, পরিস্থিতি কেমন ও ঝুঁকি কতটা

রংপুর ঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় আটজনের শরীরে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর)। ওই এলাকার কিছু বাড়ির ফ্রিজে রাখা গরুর মাংসেও অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া আরও দুটি উপজেলা থেকে সন্দেহভাজন রোগীদের নমুনা আইইডিসিআরকে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন মোঃ রুহুল আমিন। পীরগাছায় গত দেড় মাসে কয়েকটি ইউনিয়নের অন্তত ৩০ জন অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। তবে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যুর খবর সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও অসুস্থ হয়ে তারা মারা গিয়েছিলেন ও অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ তাদের মধ্যেও কিছুটা ছিলো।

অ্যানথ্রাক্স আক্রান্তের তথ্য পাওয়ার পর গত এক মাসে পীরগাছাসহ জেলার কয়েকটি উপজেলায় দেড় লাখের বেশি গবাদি পশুকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পাশাপাশি বাজারগুলোর কসাই ও গরু চাষীদের অসুস্থ গরুর বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসা সহজলভ্য এবং এতে মৃত্যু ঝুঁকি তেমন একটা নেই।

কিন্তু সংক্রমণ ঠেকাতে অসুস্থ গরু বা ছাগল জবাই বন্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি অসুস্থ প্রাণী মারা গেলে ঝুঁকি এড়াতে মাটির গভীরে পুতে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা।

অ্যানথ্রাক্স গরু, ছাগল, মহিষ – এই ধরনের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এসব পশুর মাংস স্পর্শ বা নাড়াচড়া করার মাধ্যমেই এটি মানুষের মধ্যে ছড়ায়।

বাংলাদেশের কিছু এলাকায় এর আগেও অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হবার ঘটনা ঘটেছে। ২০১০ সালে অ্যানথ্রাক্স নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এবার এখনো রংপুরের বাইরে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

মানুষের অ্যানথ্রাক্স মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে – একধরনের অ্যানথ্রাক্স হয় পরিপাকতন্ত্রে, আরেক ধরণের অ্যানথ্রাক্স শরীরের বাইরের অংশে সংক্রমণ ঘটায়।

অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গবাদিপশুর কাঁচা মাংস, শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, হাড় ও নাড়িভুঁড়ির সংস্পর্শে এলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

এ রোগ গবাদিপশু থেকে মানুষে ছড়ায়, তবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না। শরীরে এ রোগের প্রধান উপসর্গ হলো চামড়ায় ঘা বা ক্ষত তৈরি হওয়া।

মানুষের পরিপাকতন্ত্রে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর সংক্রমণ হলে সাধারণত হালকা জ্বর, মাংসপেশিতে ব্যথা, গলা ব্যথার মত উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

তবে বাংলাদেশে যে অ্যানথ্রাক্স দেখা যায় তা শরীরের বাইরের অংশে প্রভাব ফেলে। এ ধরনের অ্যানথ্রাক্সে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোঁড়া বা গোটা হয়ে থাকে এবং চামড়ায় ক্ষত তৈরি হয়। রংপুরের স্থানীয় প্রশাসন ও হাসপাতালের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অগাস্টের শেষ দিক থেকেই অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ নিয়ে পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের আসা শুরু হয়। প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ নিয়ে লোকজন হাসপাতালে আসছিলো। মূলত তারা বহির্বিভাগেই চিকিৎসা নিয়েছে। যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের অনেকেই এখন সুস্থ, বিবিসি বাংলাকে বলেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মুহাম্মদ তানভীর হাসনাত রবিন।

এর মধ্যে পীরগাছা সদর ও পারুল ইউনিয়নে একজন পুরুষ ও একজন নারীর 'অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ' নিয়ে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর প্রাণিসম্পদ বিভাগ মাংসের নমুনা পরীক্ষা করে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু পাওয়ার বিষয়টি জানায়।

যদিও ওই দুজনের একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং অন্যজন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বলেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন। অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ ছিলো কিন্তু পরে পরীক্ষায় তাদের শরীরে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু পাওয়া যায়নি, বলছিলেন তিনি।

কিন্তু এর মধ্যেই অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত অনেকে চিকিৎসা নেওয়ায় আইইডিসিআর–এর বিশেষজ্ঞরা ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর ওই এলাকায় গিয়ে ১২ জনের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। এই ১২ জনের মধ্যে ৮ জনের নমুনা অ্যানথ্রাক্স জীবাণু পাওয়া গেছে। গরুর মাংস থেকে তারা আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানকার দুটি ইউনিয়ন থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, বিবিসি বাংলাকে বলেছেন আইইডিসিআরের পরিচালক তাহমিনা শিরীন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ একরামুল হক মন্ডল বলছেন, তারা দুই ইউনিয়নের বারটি বাড়ির ফ্রিজ থেকে মাংসের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাতে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু পাওয়া গিয়েছিলো। মূলত অগাস্টের শুরু থেকে মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে অন্তত পাঁচটি অসুস্থ গরু জবাইয়ের তথ্য স্থানীয়দের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে প্রশাসন। এর মধ্যে দুটি গরু জবাইয়ের পর মাংস এলাকাবাসীর মধ্যে বিতরণও করা হয়েছিলো।

যারা অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়েছেন তারা মূলত এসব গরু জবাই ও মাংস কাটাকাটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আক্রান্তদের কেউ কেউ বাসা বাড়িতে কাঁচা মাংসের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে মি. মন্ডল জানিয়েছেন। আক্রান্তদের অনেকের হাতের চামড়ায় ক্ষত তৈরি হওয়ার পর তারা চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন। তবে সদর ও পারুল ইউনিয়নের বাইরে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অবশ্য বলছেন, প্রতিদিন কসাইখানা গুলো চেক করা হচেছ এবং নতুন করে আর কেউ অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আসেনি।

এদিকে অ্যানথ্রাক্স রোগীরা নিয়মিত সেখানকার হাসপাতালে আসার কথা জানার পর প্রায় ৫৩ হাজার গরুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। যদিও স্থানীয় কয়েকজন জানিয়েছেন, গত দুই মাসে অনেক জায়গায় গরু অসুস্থ হতে দেখা গেছে।

রংপুর জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন মোঃ রুহুল আমিন জানিয়েছেন, পীরগাছা ছাড়া মিঠাপুকুর ও কাউনিয়া উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স উপগর্স দেখা দেওয়ায় দুই জায়গা থেকেই নমুনা আইইডিসিআরকে পাঠানো হয়েছে। তবে সেগুলোর রিপোর্ট এখনো আসেনি।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মুশতাক হোসেন বলছেন, অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসা আছে, তবে অসুস্থ গরুর মাংস জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ।

গরু অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে হবে। আর অসুস্থ গরু মারা গেলে মাটির গভীরে পুতে ফেলতে হবে। কাক শকুনের খাওয়ার জন্যও বাইরে রাখা যাবে না। প্রাণিবাহিত এই রোগটি যাতে না হয় সেজন্য পশুকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে। কেউ আক্রান্ত হলে চিকিৎসা নিতে হবে। না হলে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে যেভাবে রান্না করে মাংস খাওয়া হয়, তাতে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না। তবে রান্নার আগে যারা কাঁচা মাংসের সংস্পর্শে যান তাদের অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07.10.2025
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

দ্রুতই দেশে ফিরে আসব, নির্বাচনে অংশ নেব- বিবিসি বাংলায় সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান

ঢাকা : দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর কোনো গণমাধ্যমে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিবিসি বাংলার সঙ্গে দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারে আগামী নির্বাচনে দলের কৌশল, আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও তাদের নেতাকর্মীদের বিচার, বাংলাদেশের নির্বাচনকেন্দ্রীক রাজনীতিসহ সমসাময়িক নানা বিষয়ে বিএনপির অবস্থান তুলে ধরেছেন তারেক রহমান। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন বিবিসি বাংলার সম্পাদক মীর সাব্বির ও বিবিসি বাংলার সিনিয়র সাংবাদিক কাদির কল্লোল। তারেক রহমান লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে এই সাক্ষাৎকার দেন। পুরো সাক্ষাৎকারটির প্রথম পর্ব আজ বিবিসি বাংলার পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হলো। তারেক রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিবিসি বাংলার সাথে যোগ দেবার জন্য।

আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ, আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আপনি কেমন আছেন? আপনার সময় কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ আমি শারীরিকভাবে ভালো আছি। সময় তো স্বাভাবিকভাবে ব্যস্তই যাচ্ছে। ফিজিক্যালি হয়তো আমি এই দেশে আছি, বাট মন মানসিকতা সবকিছু মিলিয়ে তো আমি গত ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশেই রয়ে গিয়েছি। - আমরা এমন একটা সময় আপনার সাথে কথা বলছি যখন বাংলাদেশ ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল বলা হবে না। ২০২৪ সালে একটি ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনের অবসান হয়েছে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গাজা শান্তি আলোচনা শুরু হচ্ছে, মধ্যস্থতাকারীদের 'দ্রুত অগ্রসর' হওয়ার আহবান ট্রাম্পের

গাজা (আবুআলৌফ) : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা যুদ্ধ অবসানের প্রচেষ্টায় যারা জড়িত তাদের 'দ্রুত অগ্রসর' হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার পরোক্ষ শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতাকারীদের আজ সোমবারই মিশরে বৈঠকে বসার কথা।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০-দফার শান্তি পরিকল্পনার মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি ও গাজার শাসন ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো কিছু অংশ হামাস গ্রহণ করার পর এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

তবে হামাসের প্রতিক্রিয়ায় তাদের নিরস্ত্রীকরণ এবং গাজা শাসনে ভবিষ্যতে তাদের কোনো ভূমিকা না থাকার দাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনাকে খুবই সফল উল্লেখ করে ট্রাম্প লিখেছেন, আমাকে বলা হয়েছে প্রথম ধাপ চলতি সপ্তাহেই শেষ হওয়া দরকার এবং আমি সবাইকে বলেছি দ্রুত এগিয়ে যেতে।

তিনি বলেছেন 'সময়টাই মূল বিষয় নাহলে ব্যাপক রক্তপাত হবে'।

এর আগে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ট্রাম্প বলেছেন যে, তিনি মনে করেন জিম্মি মুক্তি খুবই শিগগিরই শুরু হবে।

শান্তি পরিকল্পনা কতটা নমনীয় এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন আমাদের নমনীয়তার প্রয়োজন নেই, কারণ সবাই যথেষ্ট একমত হয়েছে। তবে সবসময় কিছু পরিবর্তন আসবেই।

এটা ইসরায়েলের জন্য চমৎকার চুক্তি, পুরো আরব বিশ্ব, মুসলিম বিশ্ব এবং বিশ্বের জন্য দারুণ চুক্তি, সে কারণে আমরা এটা নিয়ে খুবই খুশী, বলেছেন তিনি।

ওদিকে গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। যদিও ট্রাম্প শুক্রবার হামাসের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর তিনি অবিলম্বে বোমা বর্ষণ বন্ধ করতে বলেছিলেন।

ইসরায়েল সরকারের মুখপাত্র শশ বেদরোসিয়ান রবিবার বলেছেন, যদিও গাজা উপত্যকার ভেতরে প্রকৃতপক্ষে বোমা বর্ষণ বন্ধ হয়েছে, আসলে এই মূহুর্তে কোনো যুদ্ধবিরতি কার্যকর নেই।

তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজা যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলির নির্দেশ দিয়েছেন।

গাজা থেকে সাংবাদিকরা অবশ্য জানাচ্ছেন যে, ইসরায়েল বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে এবং ট্যাংক থেকেও গোলাবর্ষণ হচ্ছে। রোববার গাজার কয়েকটি আবাসিক ভবন ধ্বংস করা হয়েছে।

বিবিসির একজন সংবাদদাতা গাজায় বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন এবং রোববার সকালে ইসরায়েল সীমান্তের কাছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়েছেন।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুন করে ৬৫ জন নিহত হবার তথ্য দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সিবিএস নিউজকে বলেছেন, জিম্মি মুক্তির প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য বোমাবর্ষণ বন্ধ হওয়া দরকার।

২০-দফা শান্তি আলোচনায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে জিম্মি মুক্তির কথা বলা হয়েছে। ৪৮ জন জিম্মির মধ্যে কুড়ি জন বেঁচে আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নেতানিয়াহু আশা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি কয়েকদিনের মধ্যে জিম্মি মুক্তির ঘোষণা দিতে পারবেন।

তিনি আলোচনায় অংশ নিতে ইসরায়েলি প্রতিনিধি দলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

হামাসের একটি প্রতিনিধি দলেরও রোববার কায়রো যাওয়ার কথা। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধান মধ্যস্থতাকারী খলিল আল-হায়া। গত মাসে তিনি ইসরায়েলি হত্যাচেষ্টার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন।

আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ট্রাম্পের জামাত জ্যারেড কুশনার ও কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মেদ বিন আব্দুলরহমান আল থানিও যোগ দিবেন।

যুদ্ধ শুরুর পর এই আলোচনাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে, যাতে করে সংঘাত অবসানের একটি পথ বের করে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

অনেক ফিলিস্তিনির কাছে হামাসের প্রতিক্রিয়া ছিলো অপ্রত্যাশিত। কয়েকদিন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিলো যে হামাস শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করবে বা কমপক্ষে শক্ত কিছু শর্ত দিবে।

কিন্তু হামাস তা করেনি, যাকে অনেকেই বাইরের চাপের লক্ষণ হিসেবে মনে করছেন।

একজন সিনিয়র ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, কাতার, মিশর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীরা হামাসকে নমনীয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

গাজার অনেকে উল্লেখ করেছেন কৌশলগত নমনীয়তা অনেক সময় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

তবে প্রতিদিনের বিলম্বের অর্থই হলো- আরও মৃত্যু, ধ্বংস ও হাজার হাজার গাজাবাসীর বাস্তুচ্যুতি।

সিএনএন-এর এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, হামাস গাজার ক্ষমতায় থাকতে চাইলে তাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখে পড়তে হবে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় যেতে দিচ্ছে না ইসরায়েল। ফলে উভয় পক্ষের দাবির সত্যতা যাচাই করা কঠিন।

তবে এই যুদ্ধে গাজার বেশিরভাগ মানুষ বারবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ৯০ভাগেরও বেশি মানুষের বাড়িঘরের ক্ষতি বা ধ্বংস হয়েছে।

ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলায় ১২শ নিহত ও ২৫১ জনকে জিম্মি করে নেয়ার পর ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করেছিলো।

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের বাধায় বহু দেশে প্রতিক্রিয়া, থামানো হলো শেষ জাহাজ 'ম্যারিনেট'ও

লস অ্যাঞ্জেলেস। গাজায় ত্রাণ বহনকারী নৌবহর আটকের পর সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গসহ শত শত কর্মীকে আটক করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সে বহরে প্রায় ৪০টি জাহাজ ছিল যার প্রায় সবকটিকে আটকে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় (জিএসএফ) যারা ছিলেন তাদের একটি ইসরায়েলি বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখান থেকে তাদের নিজ দেশে ফেরানো হবে।

প্রথম নৌকাটিকে গাজার উপকূল থেকে প্রায় ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় থামানো হয়, অন্যগুলোকে আরও কাছাকাছি জায়গায় আটকানো হয়। ইসরায়েল সে এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে, যদিও সেখানে তাদের এখতিয়ার নেই।

ইসরায়েল জানিয়েছে, তাদের নৌবাহিনী নৌযানগুলোকে সতর্ক করেছিল যে তারা সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে প্রবেশ করছে এবং বৈধ নৌ অবরোধ লঙ্ঘন করছে।

তবে জিএসএফ এটিকে 'অবৈধ' বলে উল্লেখ করছে। দলটির দাবি, ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ প্রতিরক্ষামূলক নয়, বরং মরিয়া হয়ে নেওয়া আগ্রাসী পদক্ষেপ। তাদের হিসেবে, মোট ৪৪৩ জনকে আটক করা হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে অনেকের ওপর জলকামান দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল।

তবে ইসরায়েলের দাবি, সবাই নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

গাজায় ত্রাণ বহনকারী নৌবহরে হামলার ঘটনায় বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে অনেক দেশ উদ্বেগ জানিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাধা দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের সমালোচনা করেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার টুর্ক ইসরায়েলকে দ্রুত গাজার অবরোধ তুলে নিতে এবং সব সম্ভাব্য সব উপায়ে জীবন রক্ষাকারী উপকরণের প্রবেশাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি যোগ করেছেন, ইসরায়েলকে অবশ্যই নিরপেক্ষ মানবিক সহায়তার যে প্রকল্প রয়েছে সেগুলো কোনো বাধা ছাড়াই সহজতর করতে সম্মত হতে হবে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, তারা নৌকায় থাকা ব্রিটিশ নাগরিকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে আমরা আশা করি পরিস্থিতি নিরাপদভাবে সমাধান হবে।

আইরিশ ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস এই প্রতিবেদনগুলোকে উদ্বেগজনক বলেছেন এবং জানিয়েছেন, তিনি আশা করেন ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলবে।

আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত সাতজন আইরিশ নাগরিক আছেন, তাদের মধ্যে সিন ফেইন সেনেটর ক্রিস অ্যান্ড্রুজও রয়েছেন।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো তার দেশে থাকা সব ইসরায়েলি কূটনীতিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছেন। তিনি এই বাধা দেওয়াকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে নিন্দা জানিয়েছেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালএর মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেছেন, গাজার ওপর ইসরায়েলের অবরোধ 'অবৈধ' এবং বহু দশক ধরে ইসরায়েল যেভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের দায়মুক্তি পাচ্ছে তার শেষ হতে হবে।

সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে শত শত মানুষকে আটকের ঘটনার পর প্রতিবাদে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ফিলিস্তিনিপন্থি বিক্ষোভকারীরা পথে নেমে আসেন।

নিন্দা জানাতে ডাবলিন, প্যারিস, বার্লিন এবং জেনেভার রাস্তায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী সমবেত হন। বুয়েনস আইরেস, মেক্সিকো সিটি এবং করাচিতেও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইতালির ইউনিয়নগুলো শুক্রবার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবং দেশটিতে ১০০রও বেশি মিছিল বা গণসমাবেশের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি অবশ্য গাজায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এখনো বিশ্বাস করি, এসব কিছুই ফিলিস্তিনি জনগণের কোনো উপকারে আসে না।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোয়ান ইসরায়েলি আগ্রাসনের সমালোচনা করে বলেছেন, এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে ইসরায়েল সরকারের শান্তির আশা তৈরি হতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা অবিলম্বে নৌবহরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকানদের মুক্তি দেয়, যার মধ্যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি নকোসি জুয়েলেভেলিল ম্যান্ডেলাও রয়েছেন।

গাজাগামী ত্রাণবহর আটকের পর স্পেন ইসরায়েলি চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে।

স্টেডফাস্টনেস ফ্লোটিলা জাহাজে থাকা সাত বেলজিয়ান নাগরিককে গ্রেপ্তারের ঘটনায় বেলজিয়াম ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকেও তলব করেছে।

পাকিস্তান, বলিভিয়া এবং মালয়েশিয়াও ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রেও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ দেখা গেছে।

শেষ জাহাজ 'ম্যারিনেট'

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, গাজার অবরোধের এলাকায় ঢোকার আগেই ফ্লোটিলার জাহাজগুলো আটকানো হয়েছে।

তবে ম্যারিনেট নামে একটি জাহাজ কিছুটা দূরে ছিল যেটি এগিয়ে যাচ্ছিল। এতে ছয়জন যাত্রী ছিলেন।

তবে ত্রাণবহরের সেই শেষ নৌযানটিও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আটক করেছে জানাচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ট্র্যাকিং-এ এর আগে দেখা যাচ্ছিল এটি আন্তর্জাতিক পানিসীমায় গাজার উপকূল থেকে অনেকটা দূরে। ফ্লোটিলা আযোজকরা বলছিলেন ম্যারিনেট নৌযানটি এখনো শক্তিশালীভাবে চলছে। ম্যারিনেটে থাকা ওমানি কর্মী আমামা আল লাওয়াতি বিবিসি অ্যারাবিককে বলেছিন যে তার নৌকা শুক্রবার দুপুরে গাজা উপকূলে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে এখন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আযোজকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে গাজা থেকে প্রায় ৪২.৫ নটিক্যাল মাইল (৭৯ কিলোমিটার) দূরে ম্যারিনেট নামের জাহাজটিকে আটক করা হয়।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর রেডিও জানিয়েছে যে নৌবাহিনী ফ্লোটিলার শেষ জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, আরোহীদের আটক করেছে এবং জাহাজটিকে ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ইসরায়েল জানিয়েছে, কোনো নৌকাই অবরোধ এলাকায় প্রবেশ করেনি। ইসরায়েল অবশ্য আগেই বলছেল সেটি অবরোধের কাছে এলে আটক করা হবে।

জিএসএফ এর সাথে কাজ করা আইনি দলের একজন সদস্য বলেছেন, 'আগামী দিনে' অবরোধ ভাঙার আরও প্রচেষ্টা হবে।

জিএসএফএর আইনি সহায়তা প্রদান ও পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করা কাইভা বাটারলি (যিনি একটি জাহাজে ছিলেন) বলেছেন, আশা করা হচ্ছে এটি সর্বোচ্চ ১৩টি নৌযান, জাহাজ ও নৌকা হতে পারে এবং এটি গাজায় পৌঁছানোর জন্য একই পথ অনুসরণ করবে। এটি আয়োজন করবে আলাদা একটি দল, ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন, যারা আগের দুটি প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু দুটোই আটক হয়েছিল।

ইতালিতে বুধবার সন্ধ্যায় কিছু শহরে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ হয়। প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন সিজিআইএল শুক্রবার একটি সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়, যা গাজার সঙ্গে সংহতি জানাতে এবং ইতালির সরকার আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইতালীয় শ্রমিকদের পরিত্যাগ করেছে- এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আয়োজন করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে যে ড্রোন হামলা এবং অস্পষ্ট উৎস থেকে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটানোর কারণে ফ্লোটিলার সঙ্গে ইতালীয় ও স্প্যানিশ নৌযান ছিল, তবে আটক অভিযান শুরু হওয়ার অনেক আগেই তারা সরে যায়।

ফ্লোটিলা এক মাস আগে স্পেন থেকে যাত্রা শুরু করে, যেখানে ৪০টিরও বেশি নৌযান এবং প্রায় ৫০০ মানুষ ছিলেন, যাদের মধ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য, আইনজীবী ও কর্মী ছিলেন। তাদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সরাসরি গাজায় সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। ইসরায়েল ইতোমধ্যেই জুন ও জুলাই মাসে জাহাজে করে সহায়তা পৌঁছানোর দুটি প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছে। যেখানে ইসরায়েলি সরকার ফ্লোটিলাকে সেলফি ইয়ট বলে বর্ণনা করেছে, সেখানে থুনবার্গ সেই সমালোচনার জবাব দিয়ে রোববার বিবিসিকে বলেছেন, আমি মনে করি না কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেবল প্রচারের জন্য এমন কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলো গাজায় খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, তবে তারা বলছে ইসরায়েল সরবরাহ প্রবাহ সীমিত করছে।

ইসরায়েল দাবি করছে, তারা হামাসের হাতে সেই সরবরাহ যাওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র একটি বিকল্প খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার সমর্থন করে আসছে, গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ), যাকে জাতিসংঘ 'অনৈতিক' ও 'অন্তর্নিহিতভাবে অনিরাপদ' বলে উল্লেখ করেছে।

আইপিসি (ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন), যা জাতিসংঘ সমর্থিত এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত, গত মাসে নিশ্চিত করেছে যে গাজায় দুর্ভিক্ষ চলছে।

জাতিসংঘের মানবিক প্রধান বলেছেন, এটি ইসরায়েলের পদ্ধতিগতভাবে সহায়তা বাধাগ্রস্ত করার সরাসরি ফলাফল।

নেতানিয়াহু এটিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন এবং আইপিসির তুলে ধরা প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।